Service

A. LINCOLN SPEAKS

Bengali - 7,000 for USIS-India

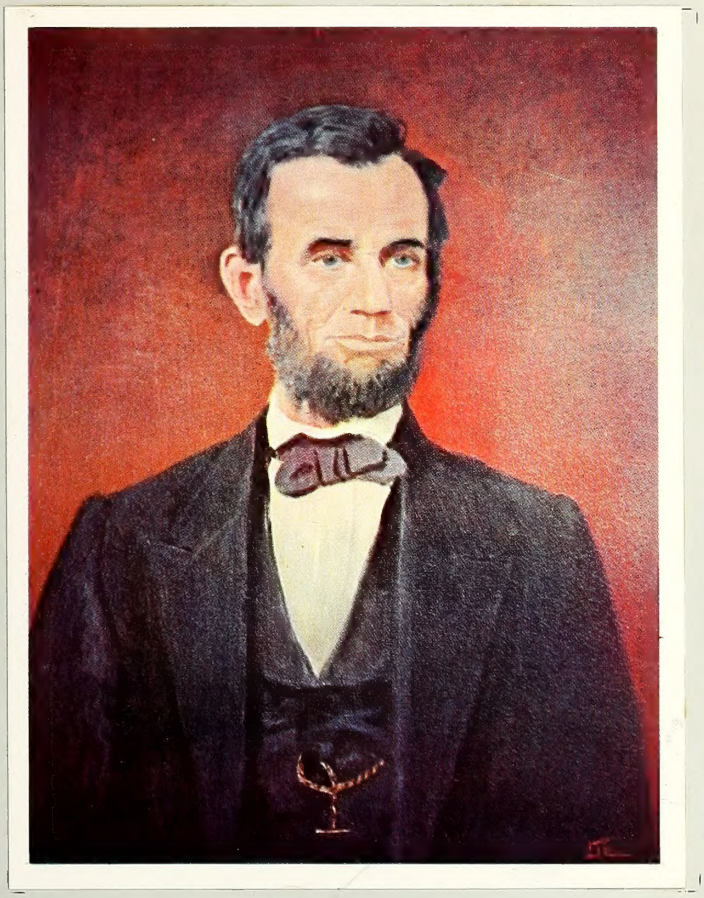

এব্রাহাম লিঙ্কনের বক্তৃতাবলী

INDIAN-BENGALI
1959-136
U.S.Information Service
Abraham Lincoln Speaks
LINCOLN NATIONAL LIFE FOUNDATION

এই পুস্তিকার মলাটে মুদ্রিত ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শতম প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিঙ্কনের আবক্ষ মূর্তি। ছবিটি এঁকেছেন যুক্তরাষ্ট্রের চত্বারিংশতম প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি, আইজেনহাওয়ার। তাঁর বহু সখের মধ্যে একটি হচ্ছে ছবি আঁকা।

এব্রাহাম লিঙ্কনের বক্তৃতাবলী

একজন বিশিষ্ট আমেরিকানের রচনা ও ভাষণের সংকলন

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
State of Indiana through the Indiana State Library

http://archive.org/details/ebrahamalinkaner00linc

ভূমিকা

"আমরা এই স্থানে যাহা বলিতেছি পৃথিবীর জনসাধারণ তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবে না বা অধিককাল তাহা স্মরণেও রাখিবে না…"

১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বর পেনসিলভ্যানিয়ার অন্তর্গত গেটীসবার্গে এই ভাবেই গভীর বিনয়ের সহিত এব্রাহাম লিঙ্কন তাঁহার ভাষণ দিয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস। সেই বিশেষ স্থানে সেইমাত্র এক মহারণে মানুষ মৃত্যু বরণ করিয়াছে ; সেই সমরই যেখানে গেটীসবার্গের নাম অক্ষয় করিয়া রাখিবে, সেখানে কি করিয়া আশা করা যায় যে জনসাধারণ তাঁহার কয়েকটি সামান্য কথা মনে করিয়া রাখিবেন ?

কিন্তু লিঙ্কন এ ব্যাপারে ভুল করিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি অনাড়ম্বরে যে কয়েকটি সহজ কথা বলিয়াছিলেন তাহা সত্যই দীর্ঘদিন যাবত স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ; এবং যতদিন পর্যন্ত গেটীসবার্গ বক্তৃতায় সংক্ষেপে এবং সুষ্ঠভাবে প্রকাশিত আদর্শ জনসাধারণ পোষণ করিয়া চলিবেন ততদিন পর্যন্ত, চিরকালই, তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি আরও যে সকল কথা বলিয়াছিলেন বা লিখিয়াছিলেন সেগুলিও যে "দীর্ঘদিন যাবত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে" লিঙ্কন তাহা আশা করেন নাই—যেমন আশা করেন নাই গেটীসবার্গ বক্তৃতার ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর সর্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক সময়ে প্রেসিডেণ্টরূপে থাকিয়া লিঙ্কন অবশ্যই জানিতেন যে তিনি ইতিহাসে এক অধ্যায় রচনা করিতেছেন। তিনি তাঁহার উপর ন্যস্ত বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই দেশবাসীর উদ্দেশে বাণী দানের সময় তিনি সযত্নে শব্দ চয়ন করিয়া ভাষণ রচনা করিতেন। তিনি যখন যেখানেই বক্তৃতা করিতেন সেখানকার নরনারীর মনকে তাহা স্পর্শ করিত।

যাহাতে তাঁহারা যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেগুলি মানিয়া চলেন তজ্জন্য তিনি "জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা গঠিত, জনগণের সরকার"-এর

প্রধান কার্যনির্বাহক হিসাবে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করিতেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বক্তৃতা দিতেন এবং লিখিতেন। কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নহে, সমগ্র বিশ্বেই আগামী কালের অসংখ্য নরনারী যে তাঁহার বাক্যাবলী পড়িবে, অনুশীলন করিবে এবং অনুধ্যান করিবে সেই ধারণা এই নিরহঙ্কার ব্যক্তির মনের কোন কোণে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না—তিনি কয়েক বৎসর পূর্বে এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "আমি অকপটে বলিতে বাধ্য যে আমি নিজেকে প্রেসিডেণ্ট পদের উপযুক্ত বলিয়া মনে করি না।"

শুধুমাত্র প্রেসিডেণ্ট থাকাকালীন সময়েই নহে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে অদ্যাবধি সময় পর্যন্ত সে-সকলই সাগ্রহে সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে এবং প্রকাশিত ও পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার একজন বিখ্যাত জীবনীকার, কার্ল স্যাণ্ডবার্গের উক্তি অনুসারে লিঙ্কনের মুদ্রিত বক্তৃতা এবং রচনাবলীতে মোট ১,০৭৮,৩৬৫টি শব্দ আছে।

লিঙ্কনের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী সমারোহ উপলক্ষে মার্কিন জনসাধারণের অন্যতম মহান উত্তরাধিকার, শব্দ এবং চিন্তার এই মহামূল্য খনি হইতে নির্বাচিত অংশবিশেষ এই পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

লিঙ্কনের সম্পূর্ণ রচনাবলী সঙ্কলনের সম্পাদনায় খ্যাতিমান রয় পি, বেসলার-এর ভাষায় এগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে "মহান মন এবং হৃদয়ের মহিমা, যাহা নীতিতে ন্যায়পরায়ণতা, কার্যে সাধুতা এবং বাক্যে সৌন্দর্যের প্রত্যাশী। তাহাতে সৃষ্টিধর্মী চেতনা রূপ লাভ করিয়াছিল এবং তন্মধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর আমেরিকার বাস্তবতা জীবন লাভ করিয়া অদ্যাপি প্রাণবন্ত রহিয়াছে। লিঙ্কন এই বাস্তবতার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ; তাঁহার প্রকাশভঙ্গী অননুকরণীয়। তাঁহার কথাগুলি সেহেতু এখনও স্মরণীয় রহিয়াছে। তাঁহার যুগের তিনি সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি—আদর্শ পুরুষ। ফলে আমরা যখন তাঁহাকে অনুধাবন করিতে যাই তখন তাঁহাকে অতীত দিনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকারদের অপেক্ষা মহত্তর চরিত্ররূপে দেখি। সাধারণ নাগরিক এবং প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তিনি যে সকল কাজ করিয়াছেন হয়ত কোন কালে সে সকলের বাস্তব তাৎপর্য ম্লান হইতে পারে ; কিন্তু যে ভাস্বর আত্মা তাঁহার কথাগুলিকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের তাঁহাকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না, এবং তাঁহার মহত্ত্বকেও স্বীকার করিতে হইবে।"

দ্রষ্টব্য ঃ মিঃ রয় পি, বেসলারের উক্ত উদ্ধৃতিটি এব্রাহাম লিঙ্কন ঃ তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাবলী ঃ মিঃ বেসলার সম্পাদিত এবং দি ওয়ার্লড্ পাবলিশিং কোং কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক হইতে তাঁহাদের অনুমতিক্রমে গৃহীত।

১। প্রথম জীবনের কথা

সারাদিন পরিশ্রম করার পর, রাত্রিবেলায় লিঙ্কন প্রদীপের বা আগুনের আলোতে যে বই পেতেন তাই পড়ে ফেলতেন; এই ভাবেই তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

জনসমক্ষে প্রথম বক্তৃতা

ইলিনয় জেনারেল অ্যাসেম্বলীর সদস্যপদের প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া লিঙ্কন জনসমক্ষে সর্বপ্রথম বক্তৃতা করেন। তখন ১৮৩২ সাল—তাঁহার বয়স ছিল তেইশ। এখানে বক্তৃতার যে অংশগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁহার মতামতগুলির বিস্তৃত বিবরণ বাদ দেওয়া হইয়াছে, তবে এই উদ্ধৃতিগুলি হইতে তদানীন্তন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁহার মতামতের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নাগরিক বন্ধুগণ ঃ

এই রাষ্ট্রের পরবর্তী জেনারেল অ্যাসেম্বলীতে বরণীয় প্রতিনিধিপদগুলির জন্য আমি অন্যতম নির্বাচন প্রার্থী হইয়াছি। চিরাচরিত প্রথা এবং খাঁটি রিপাবলিকান নীতি অনুসারে স্থানীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে আমার মনোভাব আপনাদিগকে অর্থাৎ যাহাদের প্রতিনিধিরূপে আমি নির্বাচিত হইতে চাহিতেছি তাহাদিগকে জানান আমার কর্তব্য।

অতীতের অভিজ্ঞতায় জনকল্যাণে অভ্যন্তরীণ উন্নতির গুরুত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী উত্তম রাস্তা তৈয়ারী করিলে ও নদীগুলিকে নৌচলাচলের উপযোগী করিয়া তুলিলে সর্বাপেক্ষা জনবিরল দরিদ্রতম দেশগুলিও যে উপকৃত হইবে একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু তথাপি কাজ সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য আছে কিনা অগ্রে তাহা বিবেচনা না করিয়া ঐরূপ বা অপর কোন কাজ হাতে লওয়া নির্বুদ্ধিতা—কারণ অর্ধসমাপ্ত কাজ শ্রমের অপব্যয় ব্যতীত আর কিছুই নহে···

শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে, কোন পরিকল্পনা বা কোন পদ্ধতি জোর করিয়া চাপাইবার কোন ইচ্ছা আমার নাই; আমি কেবল বলিতে চাহি যে বিষয়টিকে আমাদের সমগ্র কার্যাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমি মনে করি। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্ততঃ মোটামুটি শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস পড়িতে সক্ষম হইবে এবং তদ্বারা আমাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত আচার ও বিধির যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিবে—কেবলমাত্র এই জন্যই শিক্ষার বিষয়টির গুরুত্ব অপরিহার্য—ধর্মপুস্তক

এবং ধর্ম ও নীতি সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী পাঠে সমর্থ হইয়া জনসাধারণ যে সুবিধা ও সন্তোষ লাভ করিবে তাহার কথা না হয় নাই বলিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি, যখন শিক্ষা ও তাহার মাধ্যমে নীতিপরায়ণতা, সংযম, উদ্যম এবং অধ্যবসায় জনগণের মধ্যে বর্তমান অপেক্ষা ব্যাপকতর হইবে ; সেই সুখময় সময়কে ত্বরান্বিত করিতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ পাইলে আমি আনন্দিত হইব···

যৌবনে লোকের যতটা বিনয়ী হওয়া উচিত, সেই বিচারে সম্ভবতঃ আমি শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি। তবে আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আমার যাহা অভিমত আমি তাহাই বলিয়াছি। কোন একটি, এমন কি সকল বিষয়েই হয়তো আমার ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে ; কিন্তু আমি এই নীতিতে বিশ্বাস করি যে সর্বদা ভ্রান্ত হওয়া অপেক্ষা কোন কোন সময় সময় সঠিক পথে চলা শ্রেয়তর ; এবং সেই কারণে যে মুহূর্তে আমার অভিমতের ভ্রান্তি উপলব্ধি করিব তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিব।

প্রত্যেক মানুষেরই নাকি বিচিত্র এক উচ্চাকাঙ্খা আছে। সে কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, আমি অন্ততঃ বলিতে পারি যে, নিজেকে জনসাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা অর্জন করা অপেক্ষা শ্রেয়তর কোন উচ্চাকাঙ্খা আমার নাই। এই উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ করিতে আমি কতদূর সফল হইব তাহা ভবিষ্যতই বলিতে পারে। আমি অল্পবয়স্ক এবং আপনাদের অনেকেরই নিকট অপরিচিত। আমি অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এখনও সেই অবস্থাতেই আছি। আমার হইয়া সুপারিশ করিবার মত বিত্তশালী কোন আত্মীয় আমার নাই। আমার ভবিষ্যত সম্পূর্ণরূপে এই দেশের স্বাধীন ভোটদাতাগণের উপর নির্ভর করিতেছে ; আমি যদি নির্বাচিত হই তবে তাহাদের অনুগ্রহেই হইব এবং সেই অনুগ্রহের মূল্য দিবার জন্য আমি অবিরাম পরিশ্রম করিয়া যাইব। কিন্তু যদি' সজ্জনেরা আমাকে অন্তরালে রাখাই শ্রেয় মনে করেন তবে আমি বিশেষ ব্যথিত হইব না, কারণ আমি জীবনে অনেক আশাভঙ্গের বেদনা সহিতে অভ্যস্ত।

আপনাদের বন্ধু ও সহ-নাগরিক,
এ. লিঙ্কন

নিউ সালেম, মার্চ ৯, ১৮৩২

রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে

১৮৩৯ সালে ত্রিশবৎসর বয়সেই লিঙ্কন তাঁহার রাষ্ট্রের একজন খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতারূপে পরিচিত হন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে স্প্রীং ফিল্ডে প্রতিনিধিসভা ভবনে তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটি ভাষণ দেন। ঐ বক্তৃতাটিতে দলীয় গোঁড়ামির বিশেষ পরিচয় রহিয়াছে কারণ লিঙ্কন তখন হুইগ (Whig) দলের একজন গোঁড়া সমর্থক। সেই যুগের এই দলটির অস্তিত্ব বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু তথাপি ঐ বক্তৃতাটিতে তাহার স্বাভাবিক নীতিনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। বক্তৃতাটির উপসংহারে বলা হয়ঃ

মিঃ ল্যাম্বর্ণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিগত নির্বাচনের উল্লেখ করিয়া ফলাফল বিশ্লেষণ করতঃ সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিঃ ভ্যান বুরেন (Van Buren) কে ভোট দিবেন। ঐ যুক্তি তিনি ভীরু এবং দুর্বৃত্তদের দেখাইতে পারেন কিন্তু স্বাধীন এবং সাহসী নাগরিকগণ ইহাতে বিচলিত হইবেন না। ইহা সত্য হইতে পারে; যদি তাহাই হয়, তবে হউক। অনেক স্বাধীন দেশ তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে; আমাদের দেশও স্বাধীনতা হারাইতে পারে। কিন্তু যদি তাহার স্বাধীনতা সত্যই ক্ষুণ্ণ হয় তবে যেন আমি সকলের শেষে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম এই চিন্তায় গর্বিত না হইয়া, এই ভাবিয়া গর্ব অনুভব করি যে আমি কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করি নাই। আমি জানি যে ওয়াশিংটনে যে প্রকাণ্ড আগ্নেয়গিরি পাপাত্মারা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহা হইতে রাজনৈতিক দুর্নীতির লাভা বিস্তৃত এবং গভীর খাতে প্রবলবেগে নির্গত হইয়া ভয়াবহ গতিবেগে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে—উহা যেন কোন সবুজ চিহ্ন বা জীবন্ত পদার্থকে অক্ষত রাখিবে না। ইহার বক্ষে পাপাত্মাদিগের সন্ততিবর্গ নারকীয় উল্লাসে দানবের ন্যায় নৃত্য করিয়া, যাহারা ইহার ধ্বংসাত্মক গতিকে প্রতিহত করিতে সাহসী হইয়াছে, তাহাদের চেষ্টার নিষ্ফলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে তাহাদিগকে উপহাস করিতেছে। এই সকল জানিয়া আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে সব কিছুই ধ্বংস হইতে পারে। ইহার বেগে আমিও ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারি; কিন্তু তবুও আমি নতি স্বীকার করিব না। যে নীতি ন্যায়ের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, সংগ্রামে পতন হইতে পারে এই ভাবিয়া আমি তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না।

সর্বশক্তিমান স্রষ্টার সৃষ্টির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন নহে আমার অন্তরাত্মার এরূপ উন্নতি ও বিকাশ আমি তখনই অনুভব করি যখন আমি চিন্তা করি আমাদের দেশের স্বার্থের কথা—যে দেশকে সকল বিশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, কেবলমাত্র আমি একাকী বীরদর্পে বিজয়ী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধতা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। এখানে ফলাফল চিন্তা না করিয়া, পরমেশ্বরের এবং বিশ্বের সম্মুখে আমি আমার জীবন ও আমার মুক্তিদাত্রী, আমার প্রিয়, দেশের ন্যায্য স্বার্থের প্রতি চির-আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতেছি। যিনি আমার ন্যায় চিন্তা করেন অশঙ্কচিত্তে তিনিও নিশ্চয়ই এই শপথ গ্রহণ করিবেন। ন্যায়ের পথে চলিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন যে—তাঁহারা কেহই যেন দ্বিধাগ্রস্ত না হন—তবেই আমাদের জয় সম্ভব। কিন্তু যদি অবশেষে আমাদের পরাজয় ঘটেই, তবে ঘটুক। বিবেকের নিকট এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিদায়ী প্রতিচ্ছায়ার নিকট তথাপি আমাদের এই সগর্ব সান্ত্বনা থাকিবে যে বুদ্ধি এবং হৃদয় দ্বারা আমরা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, বিপর্যয়, বন্ধন, যাতনা, মৃত্যু—কোন কিছুর ভয়েই তাহাকে রক্ষা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হই নাই'

ধর্মসম্বন্ধীয় অভিমত

১৮৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের একজন প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকালে—পরে তিনি উহার সদস্য নির্বাচিত হ'ন—তিনি ধর্মের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন এই অপবাদের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করা লিঙ্কন প্রয়োজন মনে করেন।

কংগ্রেসের সপ্তম নির্বাচনী জেলার ভোটারদের প্রতি—

নাগরিক বন্ধুগণ ঃ

এই জেলার কয়েকটি স্থানে একটি সমালোচনা শোনা যাইতেছে যে আমি প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্মের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করি। কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে আমি বিষয়টি এই ভাবে আলোচনা করা স্থির করিয়াছি। আমি খৃষ্টানদের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহি একথা সত্য ; কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলির যথার্থতা আমি কখনও অস্বীকার করি নাই ; এবং সাধারণ ভাবে ধর্ম সম্পর্কে বা বিশেষভাবে কোন বিশিষ্ট খৃষ্টান সম্প্রদায় সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত অসম্মান

প্রদর্শন করিয়া আমি কখনই কিছু বলি নাই। ইহা সত্য যে প্রথম জীবনে আমি "প্রয়োজনবাদ" (Doctrine of Necessity) এর দিকে ঝুঁকিয়াছিলাম—অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করিতাম যে মানুষের কাজ এবং বিশ্রামের পশ্চাতে একটি শক্তির প্রেরণা রহিয়াছে যাহার উপর মনের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই ; কখনও কখনও আমি (একজন, দুইজন অথবা তিনজনের সঙ্গে—সাধারণের সমক্ষে কখনই নহে) যুক্তিদ্বারা এই মত সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছি ; অবশ্য পাঁচ বৎসরাধিককাল এই ধরনের তর্কের অভ্যাস পুরাপুরি ত্যাগ করিয়াছি ; এবং আমি এখানে আরও বলিতে চাই যে আমি সকল সময়ই মনে করিয়াছি যে কয়েকটি খৃষ্টসম্প্রদায়ও এই মত পোষণ করিত। এই বিষয়ে আমার অভিমত সংক্ষেপে উপরোক্ত বিবৃতির মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে নিহিত রহিয়াছে।

যে ব্যক্তিকে আমি ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু এবং নিন্দুক বলিয়া জানি তাহাকে কোন পদের জন্য কখনও অনুমোদন করিতে পারিব বলিয়া মনে করি না। স্রষ্টা এবং ব্যক্তির মধ্যে অনন্ত সম্পর্কের ফলাফলের কথা বাদ দিলেও আমি মনে করি না যে সমাজে বাস করিয়া মানুষের বিশ্বাসকে লাঞ্ছিত করা, বা সমাজের নীতিবোধের অবমাননা করার অধিকার কোন মানুষের আছে। সুতরাং যদি আমি ঐরূপ আচরণের দোষে দোষী হইতাম তবে কেহ নিন্দা করিলে আমি দোষ দিতাম না। কিন্তু যাহারা মিথ্যার আশ্রয়ে আমার বিরুদ্ধে এই অপবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহারা যেই হউন না কেন আমি তাহাদিগকে অপবাদ দিতেছি।

এ. লিঙ্কন

জুলাই ৩১, ১৮৪৬

জনৈক আত্মীয়ের প্রতি পরামর্শ

লিঙ্কন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পার্থিব উন্নতির ফলে আত্মীয়-স্বজন প্রায়ই তাঁহার নিকট সাহায্যের প্রত্যাশী হইতেন এবং সাধারণতঃ তিনি তাহাদিগকে সাহায্য দিতেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে তিনি ওয়াশিংটনে ছিলেন তখন তিনি তাঁহার জনৈক শ্যালককে প্রার্থিত সাহায্যের পরিবর্তে কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান উপদেশ দেন।

প্রিয় জনষ্টন ঃ

তুমি আশী ডলারের জন্য যে অনুরোধ করিয়াছ তাহা রক্ষা করা বর্তমানে আমি সমীচীন মনে করি না। ইতঃপূর্বে আমি তোমাকে যে কয়েকবার সাহায্য করিয়াছি তখন তুমি বলিয়াছ, "এখন হইতে আমরা ভালভাবে চলিতে পারিব।" কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তোমার সমস্যা পুনরায় দেখা দিত। তোমার চরিত্রের কোন দুর্বলতার জন্যই নিশ্চয় এরূপ ঘটে। সেই

দুর্বলতাটি কি, মনে হয় আমি তাহা জানি। তুমি অলস নও, কিন্তু তুমি কুঁড়েমি কর। তোমার সহিত যতদিনের পরিচয় তন্মধ্যে তুমি কোনদিনও সম্পূর্ণ দিনের কাজ করিয়াছ কিনা আমার সন্দেহ আছে। তুমি যে কাজ করিতে অনিচ্ছুক তাহা নহে, কিন্তু তথাপি তুমি বিশেষ কাজ কর না কেবল এইজন্য যে তদ্বারা তোমার বিশেষ লাভ হইবে বলিয়া তুমি মনে কর না। এইভাবে অনর্থক সময় নষ্ট করার অভ্যাসই সংকটের মূল, তোমার এবং বিশেষভাবে তোমার সন্ততিবর্গের স্বার্থেই তোমার এই অভ্যাস বর্জন করা উচিত। তোমার সন্তানদের নিকট ইহার গুরুত্ব সমধিক এই কারণে যে তাহারা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবে ; এবং একবার অলস অভ্যাস জন্মাইলে উহা কাটানো অপেক্ষা ঐ অভ্যাস জন্মাইতে না দেওয়াই ভাল।

তোমার এখন কিছু [নগদ] অর্থের প্রয়োজন ; আমার পরামর্শ হইল অর্থের বিনিময়ে তুমি মনে প্রাণে কাহারও কোন কাজে লাগিয়া যাও। পিতা এবং তোমার পুত্রদের উপর বাড়ীর ভার ছাড়িয়া দাও—তাহারা শস্য উৎপাদন করুক ; তুমি অর্থকরী কোন কাজে বা ঋণ পরিশোধের কোন কাজে লাগিয়া যাও। যাহাতে তুমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইতে পার সেজন্য আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে আজ হইতে ১লা মে'র মধ্যে তুমি নিজের শ্রমে, নগদ বা ঋণ বিনিময়ে, যত ডলার উপার্জন করিবে আমি তোমাকে আরও তত ডলার দিব। ফলে যদি তুমি মাসিক দশ ডলারে কোন কাজ নাও, তবে আমার নিকট হইতে আরও দশ ডলার পাইবে এবং আয় মাসিক কুড়ি ডলার হইবে। ইহার অর্থ এই নহে যে আমি তোমাকে সেণ্ট লুইয়ে, কিংবা সীসার খনিতে বা ক্যালিফোর্ণিয়ার সোণার খনিতে যাইতে বলিতেছি ; আমি বলিতে চাই যে কোল্‌স কাউন্টিতে তোমার বাড়ীর নিকট তুমি যত বেশী মজুরী পাও তাহাতেই কোন কাজে লাগিয়া যাও। তুমি যদি এরূপ কর, শীঘ্রই তুমি ঋণমুক্ত হইবে এবং তদুপরি তোমার এমন অভ্যাস জন্মিবে যাহার ফলে ভবিষ্যতে পুনরায় ঋণগ্রস্ত হইবে না। কিন্তু যদি আমি তোমাকে এখন ঋণমুক্ত করিয়া দিই তবে আগামী বৎসর পুনরায় তুমি এরূপভাবেই ঋণগ্রস্ত হইবে। তুমি বলিয়াছ যে সত্তর আশী ডলার এক্ষণে তোমার নিকট স্বর্গের সমতুল। তুমি স্বর্গকে অত্যন্ত সস্তা ভাবিতেছ ; আমি সুনিশ্চিত জানি যে আমার পরামর্শমত চলিলে তুমি চার প্যাঁচ মাস কাজ করিয়াই সত্তর বা আশী ডলার সংগ্রহ করিতে পারিবে। তুমি বলিতেছ যে আমি যদি তোমাকে প্রার্থিত অর্থ দিই তুমি আমার নিকট জমি বন্ধক রাখিবে এবং অর্থ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলে আমাকে জমির অধিকার ছাড়িয়া দিবে। ইহা নিতান্তই নির্বোধের ন্যায় উক্তি। জমি থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি এখন জীবন নির্বাহ করিতে অপারগ হও, তবে জমি ছাড়া তুমি কী ভাবে চলিবে? তুমি সর্বদাই আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছ ; আমি তোমার প্রতি নির্দয় হইতে চাহিনা। বরং তুমি যদি কেবল আমার পরামর্শ অনুসারে চল, তবে তুমি দেখিতে পাইবে তাহার মূল্য আশী ডলার কেন, তাহার আটগুণেরও বেশি।

স্নেহানুরক্ত তোমার ভ্রাতা,

এ. লিঙ্কন

২১ বিতর্কের বৎসরগুলি

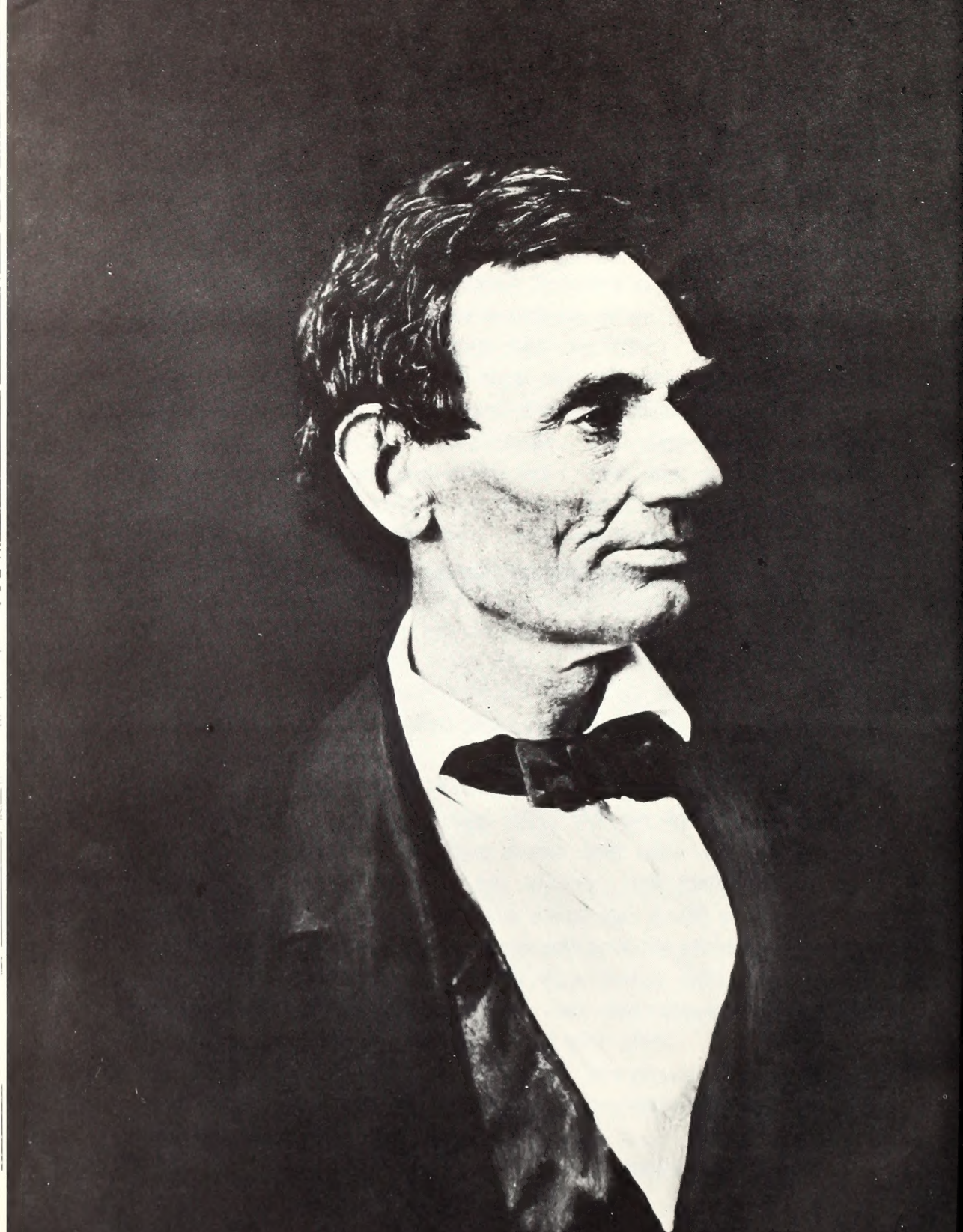

আলেকজাণ্ডার ফেস্‌লার ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লিঙ্কনের এই আবক্ষ চিত্রটি অঙ্কিত করেন। ঠিক এর এক মাস আগে এই "মহান্ মুক্তিদাতা"কে তাঁর দল প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত করেন।

দাসত্বসম্পর্কে প্রথম বক্তৃতা

১৮৫৪ সাল নাগাদ দাসত্ব সমস্যা মার্কিণ রাজনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। তখন পশ্চিমদিকে প্রসারের যুগ। এই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল নূতন রাষ্ট্র ইউনিয়নে যোগদান করিতেছিল মূলতঃ তাহাদের সম্পর্কেই সমস্যাটি দেখা দিয়াছিল। পরবর্তীকালে লিঙ্কনের প্রবলতম প্রতিপক্ষ সেনেটার স্টীফেন এ. ডগলাস-এর বক্তৃতার উত্তরে ১৮৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ইলিনয়ের অন্তর্গত পিওরিয়া (Peoria) নামক স্থানে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহাই এ বিষয়ে তাঁহার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা। ডগলাস প্রথমে বক্তৃতা দেন। তাঁহার মত লিঙ্কনও প্রায় তিন ঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা করেন। উদ্ধৃত অংশে এ বিষয় সম্পর্কে তাঁহার মূল মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

"দক্ষিণের প্রতি সম-আচরণের" নীতির জন্য নূতন দেশগুলিতে দাস-প্রথা বিস্তারে আমাদের সম্মতি দেওয়া কর্তব্য বলিয়া বলা হয়। ইহার অর্থ হইল এই যে আমি আমার শূকরটিকে নেব্রাস্কা লইয়া গেলে আপনি যখন আপত্তি করেন না, আপনি আপনার ক্রীতদাসকে লইয়া গেলে আমারও আপত্তি করা উচিত নয়। যদি শূকর ও নিগ্রোদের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকে তবে এই যুক্তিতে যে গলদ নাই তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই ভাবে নিগ্রোদের মানবতা অস্বীকার করিতে যদি আপনারা আমাকে বাধ্য করিতে চাহেন, তবে আপনারা যাহারা দক্ষিণে থাকেন তাহাদিগকে আমি প্রশ্ন করিব, আপনারাও কি কখনও তাহা করিয়াছেন? ভগবানের সদয় বিধানে, পৃথিবীতে যাহারা আসে তাহাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোকই স্বভাব-দুর্বৃত্ত হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র অপেক্ষা দাস রাষ্ট্রে তাহাদের শতকরা হার অধিক নহে। উত্তর অঞ্চলেই থাকুন বা দক্ষিণ অঞ্চলেই থাকুন, জনসাধারণের অধিকাংশের মধ্যে মানবিক সহানুভূতিবোধ রহিয়াছে—দৈহিক বেদনাবোধ যেমন তাঁহারা এড়াইতে পারেন না সেরূপ এই সহানুভূতিবোধকেও তাঁহারা কাটাইতে পারেন না। দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের এই প্রকৃতিগত সহানুভূতি হইতে অনেকভাবে প্রকাশ পায় যে তাঁহারা দাসপ্রথাকে অন্যায় বলিয়া মনে করেন এবং নিগ্রোদের মধ্যেও যে মানবতা রহিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহারা সচেতন। যদি একথা তাঁহারা অস্বীকার করেন, আমি তাঁহাদিগকে কয়েকটি সহজ প্রশ্ন করিব—১৮২০ সালে আপনারা প্রায় একবাক্যে উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের সহিত সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আফ্রিকা হইতে দাস আনিয়া ব্যবসা করা জলদস্যুতার সামিল এবং তাহার সমুচিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কেন তাহা করিয়াছিলেন? যদি আপনারা উহা অন্যায় মনে না করিয়া থাকেন তবে কেন ইহার জন্য মানুষকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার বিধান প্রণয়নের জন্য

ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিলেন ? ঐ প্রথাতে আফ্রিকা হইতে বন্য নিগ্রোদের আনিয়া ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করা ছাড়া আর কিছু করা হইত না। কিন্তু বন্য অশ্ব, বন্য মহিষ বা বন্য ভল্লুক ধরিয়া আনিয়া বিক্রয় করিবার জন্য কাহাকেও ফাঁসি দিবার কথা তো চিন্তা করেন নাই।

আবার, আপনাদের মধ্যে দেশীয় দুরাত্মাদের মত একদল নীচ ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা "দাস-ব্যবসায়ী" নামে পরিচিত। সে আপনাদের অভাবের প্রতি নজর রাখে এবং সন্তর্পণে ফাটকাবাজী দরে আপনাদের দাসকে কিনিতে আসে। অপারগ হইলে তাহার নিকট আপনারা আপনাদের দাসকে বিক্রয় করেন—অন্যথা বাড়ীর দরজা হইতে তাহাকে বিতাড়িত করেন। আপনারা তাহাকে ভয়ানকভাবে ঘৃণা করেন। তাহাকে বন্ধু, এমনকি সৎ-লোক বলিয়াও, মনে করেন না। আপনাদের সন্তানদের তাহার সন্তানদের সহিত খেলা করিতে দেন না; তাহারা ক্ষুদ্রকায় নিগ্রোদের সহিত স্ফূর্তি করিয়া বেড়াইতে পারে, কিন্তু "দাস-ব্যবসায়ীর" সন্তানের সহিত তাহাদের খেলা বন্ধ। তাহার সহিত যদি আপনাদের আদান-প্রদানের প্রয়োজন হয় আপনারা যথাসম্ভব তাহাকে স্পর্শ না করিয়া কাজ শেষ করিবার চেষ্টা করেন। সাক্ষাৎ হইলে সম্ভবতঃ আপনারা লোকদের সহিত করমর্দন করেন—কিন্তু দাস-ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে উহা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন—তাহাদের সর্পিল স্পর্শ হইতে বাঁচিবার জন্য স্বতঃই আপনাদের শরীর কুঞ্চিত হইয়া আসে। যদি সে ধনবান্ হইয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করে, তথাপি আপনারা তাহার কথা স্মরণ রাখেন এবং তখনও তাহার ও তাহার পরিবারের সহিত সংস্রবের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখেন। কেন এরূপ করেন ? যে ব্যক্তি শস্য, গরু অথবা তামাক বিক্রয় করে তাহার সহিত তো আপনারা এরূপ ব্যবহার করেন না।

অথচ দেখুন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং কলম্বিয়া জেলাসহ সকল অঞ্চলে ৪৩৩,৬৪৩ জন স্বাধীন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি রহিয়াছে। মাথাপিছু ৫০০ ডলার দরে তাহাদের মূল্য কুড়ি কোটী ডলার হইবে। এই বিপুল সম্পদ কীরূপে বেওয়ারিশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ? ঘোড়া বা গরু-মহিষকে তো এরূপ স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায় না। কেন ? এই কৃষ্ণকায় স্বাধীন ব্যক্তিরা নিজেরা, বা তাহাদের পূর্বপুরুষগণ, দাস ছিল; এবং তাহারা এখনও দাস থাকিয়া যাইত যদি না তাহাদের শ্বেতকায় স্বত্বাধিকারীদের উপর কোন একটি বিশেষ জিনিষ প্রভাব বিস্তার করিয়া, প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সত্বেও, দাসদের মুক্তিদানে তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিত। সেই বিশেষ জিনিষটি কি ? এ বিষয়ে কি কোন ভ্রান্তি সম্ভব ? এই সকল ক্ষেত্রেই আপনাদের ন্যায়বোধ এবং মানবিক সহানুভূতি আপনাদিগকে বলিয়াছে যে হতভাগ্য নিগ্রোরও নিজস্ব একটি সহজাত অধিকার রহিয়াছে, এবং যাহারা তাহা অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে সামান্য পণ্যদ্রব্যে পরিণত করে তাহাদের উপযুক্ত প্রাপ্য পদাঘাত, ঘৃণা এবং মৃত্যু।

তবে এখন কেন আপনারা আমাদিগকে দাসের মানবতা অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে শূকরের সমতুল্য করিয়া দেখিতে বলিতেছেন ? আপনারা নিজেরা যাহা করিবেন না আমাদিগকে কেন তাহা করিতে বলিতেছেন ? কুড়ি কোটী ডলারের লোভেও আপনারা যাহা করিতে সম্মত হ'ন নাই আমাদিগকে কেন তাহা নিরর্থক করিতে বলিতেছেন ?

মিজুরি চুক্তি (Missouri Compromise) প্রত্যাহারের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এখনও দেওয়া হয় নাই। সেই যুক্তি হইল "স্বায়ত্বশাসনের পবিত্র অধিকার।" মনে হয় সেনেটেও আমাদের মাননীয় সেনেটর তাঁহার প্রতিপক্ষীয়গণকে এই যুক্তির সদুত্তরদানে প্রবৃত্ত করিতে বিশেষ বেগ পাইয়াছেন। কোন কবি বলিয়াছেন,

"দেবদূতগণ যেথায় পদক্ষেপ করিতে ভীত হ'ন নির্বোধেরা তথায় ছুটিয়া যায়।"

আমাকে হয়ত কবি উক্ত নির্বোধ মনে করিতে পারেন, তবুও আমি এই যুক্তির উত্তর দিতেছি—আমি অগ্রসর হইয়া সমস্যাটির সম্মুখীন হইতেছি।

আমার বিশ্বাস আমি স্বায়ত্বশাসনের অধিকার কি তাহা বুঝি এবং তাহার যথার্থ মূল্যও দিই। আমার ন্যায়বোধের মূলে রহিয়াছে এই প্রতিজ্ঞার প্রতি আমার বিশ্বাস যে, নিজস্ব ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তির আপন খুসীমত কাজ করিবার অধিকার রহিয়াছে। সমষ্টি এবং ব্যষ্টি, উভয় ক্ষেত্রেই আমি এই নীতি মানিয়া চলি। আমি এরূপ করি, কারণ তাহা রাজনৈতিক বিচারে সমীচীন এবং স্বভাবতঃই ন্যায্য; রাজনৈতিক দিক হইতে সমীচীন এই কারণে যে ইহা অনেক অনাবশ্যক কলহ নিবৃত্ত করে। এখানে অথবা ওয়াশিংটনে আমি কখনই ভার্জিনিয়ার ঝিনুক আইন অথবা ইণ্ডিয়ানার লালজাম (cranberry) আইন লইয়া মাথা ঘামাইব না।

স্বায়ত্বশাসনের অনুশাসন সঠিক নীতি—সর্বাত্মকভাবে এবং চিরকালের জন্য ইহা সঠিক; কিন্তু ইহার সঠিক প্রয়োগ হয় নাই। বরং আমার বলা উচিত যে উহার প্রয়োগ সঠিক হইয়াছে কিনা তাহা নির্ভর করে নিগ্রো মানুষ কি না সেই সিদ্ধান্তের উপর। যদি সে মানুষ না হয়, সেক্ষেত্রে কেন তবে, যে ব্যক্তি মানুষ সে তাহার সহিত স্বায়ত্তশাসনের নীতি অনুযায়ী খুসীমত ব্যবহার করিবে? কিন্তু যদি নিগ্রো মানুষই হয়, তবে সে নিজেকে পরিচালনা করিতে পারিবে না এ কথা বলা কি স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণবিলোপেরই নামান্তর নহে? যখন শ্বেতকায় ব্যক্তি নিজেকে পরিচালনা করে—তখন তাহার নাম স্বায়ত্তশাসন; কিন্তু যখন সে নিজেকে পরিচালনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে অপর একজনকেও শাসন করে তাহা তখন স্বায়ত্তশাসনের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায়—তাহা স্বেচ্ছাচার। যদি নিগ্রো মানুষই হয় তবে দেশের সনাতন বিশ্বাসমত আমি তো জানি যে, "সকল মানুষ সমভাবে সৃষ্ট হইয়াছে" এবং অপরকে ক্রীতদাস করার কোন নৈতিক অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না।

বিচারক ডগলাস আমাদের যুক্তিকে প্রায়ই তীব্র ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপ করিয়া বলেন: "নেব্রাস্কার শ্বেতকায় ব্যক্তিরা নিজেদের বিষয় পরিচালনায় পটু; কিন্তু মুষ্টিমেয় ঘৃণ্য নিগ্রোকে শাসন করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই।"

সত্যই আমি নিঃসন্দেহ যে অপরাপর স্থানের সাধারণ লোকদের ন্যায় নেব্রাস্কার জনসাধারণও সমান ক্ষমতার অধিকারী এবং তাহাদের সেই সক্ষমতা চিরকালই থাকিবে। আমি ইহার বিরুদ্ধে বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে কোন মানুষই অপরের সম্মতি ব্যতীত তাহাকে [অর্থাৎ সেই অপর লোককে] শাসন করিবার উপযুক্ত হইতে পারে না।

আমি বলিতেছি ইহাই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি—মার্কিন সাধারণতন্ত্রবাদের মূল ভিত্তি। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হইয়াছে ঃ

"আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করি ঃ যে সকল মানুষই সমভাবে সৃষ্ট হইয়াছে ; স্রষ্টা তাহাদিগকে কতকগুলি সহজাত অধিকার দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছেন ; সেই অধিকারগুলির মধ্যে রহিয়াছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখানুসরণের অধিকার। এই অধিকারগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য মানুষ সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসিতদের সম্মতিই হইল সরকারের ন্যায্য ক্ষমতার ভিত্তি।"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য ইহা দেখান যে আমাদের সনাতন বিশ্বাস অনুযায়ী সরকারের ন্যায্য ক্ষমতা আসে শাসিতদের সম্মতি হইতে। এখন প্রভু এবং দাসের সম্পর্ক, তদনুপাতে, এই নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রভু যে কেবল দাসের সম্মতি ছাড়াই তাহাকে শাসন করে তাহাই নহে ; যে নিয়মাবলী দ্বারা সে নিজে পরিচালিত হয় দাসকে তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের নীতি অনুযায়ী সে শাসন করে। সরকার পরিচালনায় সকল শাসিতকে সমান সুযোগ দিন, তবে তাহাই, কেবলমাত্র তাহাই, হইবে স্বায়ত্তশাসন।

যেন একথা বলা না হয় যে আমি শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায়দিগের মধ্যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাদ করিতেছি। পূর্বেই আমি ইহা খণ্ডন করিয়াছি। কৃষ্ণকায়গণ আমাদের মধ্যে বর্তমান—এই সত্য হইতে উদ্ভূত প্রয়োজন বিষয়ক প্রশ্নের বিপক্ষে আমি সওয়াল করিতেছি না। আমি কেবল সেই তথাকথিত নৈতিক যুক্তির বিরোধিতা করিতেছি যাহার বলে নিগ্রোগণকে এমন এক অবস্থায় ফেলা হইবে যে অবস্থায় তাহারা কখনও ছিল না, আমি বিরোধিতা করিতেছি এমন একটি অন্যায় জিনিষের প্রসারের—যেখানে তাহা বর্তমান সেখানে বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে সে বিষয়ে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দাসপ্রথা সম্পর্কে ঃ বন্ধুর নিকট পত্র

১৮৫৫ সালের আগষ্ট মাসে একজন পুরাতন বন্ধুর নিকট লিখিত ব্যক্তিগত পত্রে লিঙ্কন দাসপ্রথা সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভাব শান্তভাবে বিশ্লেষণ করেন।

স্প্রীং ফিল্ড, আগষ্ট ২৪, ১৮৫৫

প্রিয় স্পীড ঃ

তুমি জান চিঠি লেখায় আমি কত অপটু। বাইশে মে তারিখের লেখা তোমার সুন্দর চিঠিখানি পাইবার পর হইতেই আমি উত্তর দিব বলিয়া ভাবিতেছি। তুমি বলিতে চাহিয়াছ যে এখন হইতে রাজনৈতিক কার্যক্রমে তোমার এবং আমার মধ্যে পার্থক্য দেখা দিবে। আমার মনে হয় হয়তো তাহাই হইবে—তবে তুমি যতটা ভাবিতেছ ততটা হইবে বলিয়া মনে করি না। তুমি জান আমি দাসপ্রথা অপছন্দ করি ; এবং বাস্তব দৃষ্টিতে তুমিও ইহার

অনৌচিত্য স্বীকার কর। এই পর্যন্ত মতান্তরের কোন কারণ নাই। কিন্তু তুমি বলিতেছ যে দাসের নিকট—বিশেষভাবে এ বিষয়ে যাহাদের সম্পর্ক নাই তাহাদের নির্দেশে, তোমার আইনগত অধিকার সমর্পণ করা অপেক্ষা তুমি ইউনিয়নের ভাঙ্গন কামনা কর। কেহ তোমাকে সেই অধিকার সমর্পণের জন্য আদেশ করিতেছে বলিয়া আমি মনে করি না ; একথা সুনিশ্চিত যে আমি সেইরূপ আদেশ দিতেছি না। আমি বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর ছাড়িয়া দিতেছি। সংবিধান অনুযায়ী তোমার দাসদের সম্পর্কে তোমার অধিকার এবং আমার কর্তব্যও আমি স্বীকার করি। স্বীকার করি যে এই হতভাগ্য জীবগুলিকে বিতাড়িত, ধৃত এবং বেত্রাহত হইতে দেখিলে আমি ঘৃণা বোধ করি ; আমি ওষ্ঠ দংশন করিয়া নীরব থাকি। ১৮৪১ সালে তুমি আর আমি একত্রে লুইভিল হইতে সেণ্ট লুই পর্যন্ত জলপথে ষ্টীম বোটে এক বিরক্তিকর ভ্রমণ করি। আমার ভাল করিয়াই মনে আছে, এবং তোমারও মনে পড়িতে পারে যে লুইভিল হইতে ওহায়োর মোহানা পর্যন্ত ষ্টীমারের উপর দশ বার জন দাস একত্র শৃঙ্খলিত ছিল। ঐ দৃশ্যটি সর্বদা আমাকে পীড়ন করিয়াছিল ; এবং আমি যখনই ওহায়োর সংস্পর্শে আসি বা অন্য কোন দাস-সীমান্তে পৌঁছাই তখনই আমি ঐ ধরণের দৃশ্য দেখিতে পাই। আমার জীবনকে শোচনীয় করিয়া তুলিবার ক্ষমতা যে জিনিষের আছে এবং যাহা নিরন্তর আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিতেছে সেই বিষয়ে আমার স্বার্থ নাই একথা বলা তোমার পক্ষে সমীচীন হয় নাই। তোমার বরং বোঝা উচিত যে সংবিধান এবং ইউনিয়নের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিবার জন্য উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ নিজেদের মনোভাবকে দমন করিয়া রাখিয়াছে।

হাঁ, আমি দাসপ্রথা প্রসারের বিরোধিতা করি, কারণ আমার বিচারবুদ্ধি এবং আমার মন আমাকে প্রবুদ্ধ করে ; এবং ইহার বিপরীত কোন আচরণ করিবার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এজন্য যদি তোমার এবং আমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়, তবে হউক।

আমি কিছু-নাজানা* সংঘের সভ্য নই। ইহা সুনিশ্চিত। আমি কী করিয়া তাহা হইব ? যিনি নিগ্রোদের প্রতি অত্যাচারের বিরোধী তিনি কীরূপে শ্বেতকায় জনসাধারণের অংশবিশেষের অবনতি ঘটাইতে চাহিতে পারেন ? অধঃপতনের দিকে আমরা বিশেষ দ্রুত আগাইয়া যাইতেছি বলিয়া আমার মনে হয়। জাতি হিসাবে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম "সকল মানুষ সমভাবে সৃষ্ট হইয়াছে" ঘোষণা দ্বারা। কার্যতঃ এখন আমরা উহার ভাষা করিতেছি : "সকল মানুষ সমভাবে সৃষ্ট হইয়াছে—নিগ্রোরা ছাড়া" ; কিছু-নাজানার দল যখন ক্ষমতা পাইবে তখন তাহার ভাষ্য হইবে, "সকল মানুষ সমভাবে সৃষ্ট হইয়াছে—নিগ্রো, বিদেশী এবং ক্যাথলিকগণ ছাড়া"। যেদিন তাহা ঘটিবে সেদিন আমি এমন দেশে চলিয়া যাইব যেখানে স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাণ করা হয় না—যেমন রাশিয়া ; যেখানে নিখাদ স্বৈরাচার মিলিবে, ভণ্ডামী নাই।

তোমার চিরবন্ধু

এ. লিঙ্কন

*সেই সময়ের একটি ক্ষুদ্র এবং গোঁড়া রাজনৈতিক দলকে সাধারণভাবে কিছু-নাজানা (Know-nothing) দল বলা হইত। শীঘ্রই উহার অস্তিত্ব লোপ পায়।

জনৈক যুবকের প্রতি উপদেশ

একজন কৃতী আইনজীবী হিসাবে প্রায়ই লিঙ্কন তাঁহার সেরেস্তায় আইন পাঠে ইচ্ছুক যুবকদের নিকট হইতে দরখাস্ত পাইতেন। ইহাদেরই একজনকে ১৮৫৫ সালে তিনি সারগর্ভ উপদেশ দেন।

স্প্রীংফিল্ড, নভেম্বর ৫, ১৮৫৫

ইশাম রীভস্, এস্কোয়ার,

প্রিয় ভদ্রমহাশয় ঃ

এইমাত্র বাড়ী ফিরিয়া আমি আপনার গতমাসের ২৩ তারিখের লেখা চিঠিখানি পাইয়াছি। আমি বাড়ীর বাহিরে এত বেশি সময় থাকি যে আমার সহিত থাকিয়া কোন যুবকের পক্ষে আইন পড়ার সুবিধা হইতে পারে না। যদি আপনি আইনজ্ঞ হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন তবে ইতিমধ্যেই অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। আপনি কাহারও নিকট পড়ুন বা না পড়ুন তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আমি কাহারও নিকট পাঠ গ্রহণ করি নাই। বইগুলি সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন - যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পুস্তকগুলির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি বুঝিতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন ; ইহাই আসল জিনিষ। পাঠরত অবস্থায় বড় শহরে আছেন কিনা তাহা অবান্তর। আমি পড়েছিলাম নিউ সালেম-এ, যেখানে লোকসংখ্যা কখনও তিন শতের বেশি ছিল না। বইয়ের যেমন স্থানভেদে রূপান্তর হয় না, তেমনি বই পড়িয়া তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতাও কোনও স্থান বিশেষের উপর নির্ভর করে না, সর্বত্রই সে ক্ষমতা সমান থাকে। মিঃ ড্রামার একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং একজন বিজ্ঞ আইনজীবী (আইন শিক্ষণে তিনি আমা অপেক্ষা অধিকতর পটু); আমার সন্দেহ নাই যে কোন পুস্তক পড়িতে হইবে তিনি সানন্দে তাহা আপনাকে বলিয়া দিবেন এবং আপনাকে পুস্তক দিয়া সাহায্য করিবেন।

সর্বদা স্মরণ রাখিবেন যে সাফল্যের জন্য আপনার সঙ্কল্প অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু,
এ. লিঙ্কন

মানুষের সাম্য সম্পর্কে

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তথাকথিত ড্রেড স্কট মামলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ন্যূনতম সংখ্যাগরিষ্ঠতার একটি বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় দাসপ্রথা সম্পর্কে প্রজ্বলিত বিতর্কে ঘৃতাহুতি পড়ে। এই সিদ্ধান্তের

ফলে নিগ্রোদের অধিকার বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়। ঐ বৎসর জুন মাসে এ সম্পর্কে এক বক্তৃতায় লিঙ্কন, পুনরায় সেনেটর ডগলাসের যুক্তির প্রত্যুত্তরে, মানুষের সাম্য সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন।

……বিচারপতি ডগলাস বলেন যে রিপাবলিকানগণ জোর দিয়া বলিতেছেন যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সাদা কালো সকল মানুষের কথাই বলা হইয়াছিল ; তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সাহসের সহিত অস্বীকার করিয়াছেন উহাতে নিগ্রোদের কথাও বলা হইয়াছে ; তাহার পর গম্ভীরভাবে যুক্তি দিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, যাহারা বলে সংবিধানে নিগ্রোদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা সে কথা বলে এই কারণে যে তাহারা নিগ্রোদের সহিত ভোট দিবে, আহার করিবে, শয়ন করিবে এবং বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে চায়। তাঁহার অভিমতে, অন্যথা কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। যে যুক্তিতে বলা হয় যে যেহেতু আমি কৃষ্ণাঙ্গ রমণীকে ক্রীতদাসী হিসাবে রাখিতে চাহি না সেই হেতু নিশ্চয়ই আমি তাহাকে পত্নীরূপে পাইতে চাই—সেই মেকী যুক্তির আমি বিরোধিতা করিতে চাই। উল্লিখিত কোনভাবেই তাহাকে আমার প্রয়োজন নাই। আমি তাহাকে আপন ভাবেই থাকিতে দিব। কয়েকটি বিষয়ে নিশ্চয়ই সে আমার সমকক্ষ নহে ; কিন্তু নিজের শ্রমার্জিত আহার্য অপর কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া খাইবার তাহার যে সহজাত অধিকার রহিয়াছে তাহাতে সে আমার, এবং আর সকলের, সমান।

ড্রেড স্কট মামলায় রায় দান প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি ট্যানি স্বীকার করিয়াছেন যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ভাষা এরূপ ব্যাপক যে তাহাতে সমগ্র মানব পরিবারকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি এবং বিচারপতি ডগলাস যুক্তি দেখাইয়াছেন যে এই ঘোষণাপত্রের রচয়িতাগণ নিগ্রোদের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন নাই, কারণ তাহারা নিগ্রোদিগকে শ্বেতকায়দিগের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত করেন নাই। কিন্তু এই যুক্তি মূল্যহীন এই কারণে যে তাঁহারা তখন বা পরে কোন সময় কার্যতঃ সকল শ্বেতকায়দিগকে সমপর্যায়ভুক্ত করেন নাই। ঘোষণাপত্রের সহজ এবং সুস্পষ্ট ভাষার এইরূপ প্রকট বিকৃতির সমর্থনে ইহাই হইল প্রধান বিচারপতি এবং সেনেটরের প্রধান যুক্তি। আমার মনে হয় যে ঐ বিশিষ্ট পত্রের রচয়িতাগণ সকল লোকের কথাই বলিয়াছিলেন ; তবে তাঁহারা সকল মানুষ সকল ব্যাপারে সমান বলিয়া ঘোষণা করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা বলিতে চাহেন নাই যে বর্ণ, আকার, বুদ্ধি, নৈতিক বিকাশ এবং সামাজিক সক্ষমতার দিক হইতে সকলেই সমান। মোটামুটি ভাবে বোধগম্য ভাষায় তাঁহারা সংজ্ঞা নির্দেশ করেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহারা সকল মানুষকে সমান মনে করেন—তাঁহাদের সকলের অভিমতে সকল মানুষেরই "কতকগুলি সহজাত অধিকার আছে ; সেই সকল অধিকার হইল জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখানুসরণের অধিকার।" এই সকল বিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে বলিয়া তাঁহারা বলেন এবং তাঁহাদের অভিপ্রেতও তাহা ছিল। সেই সময়ে সকলেই সেই সাম্য ভোগ করিতেছিল বা তখনই সেই সাম্য তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছিলেন এ রকম প্রকট অসত্য কখনই তাঁহারা বলিতে চাহেন নাই।

বস্তুতঃ সেই সৌভাগ্য আনয়নের ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা কেবল অধিকার ঘোষণা করিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে অবস্থানুযায়ী যথাশীঘ্র সেগুলি কার্যকরী হইতে পারে। স্বাধীন সমাজের জন্য তাঁহারা একটি নির্ধারিত সূত্র প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন—যাহা সকলেই জানিবে এবং শ্রদ্ধা করিবে এবং বাস্তবে যাহার রূপায়ণ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব না হইলেও বহুলাংশে হইবে এবং যাহার দ্বারা সকলে পরিচালিত হইবে এবং যাহার জন্য সকলে চেষ্টা করিবে—এই ভাবে ইহার প্রভাব সতত বিস্তৃত ও গভীর হইয়া সর্বত্র সকল বর্ণের জনসাধারণের জীবনের মূল্য এবং সুখবৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে। "সকল মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট হইয়াছে" এই বাক্যটি গ্রেট বৃটেন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে কার্যতঃ কোন সাহায্যে আসে নাই ; এবং ঘোষণা-পত্রেও উহা সেজন্য স্থান পায় নাই, স্থান পাইয়াছে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য। ইহার রচয়িতাগণ চাহিয়াছিলেন—ঈশ্বরের ধন্যবাদ, তাহাই হইতে চলিয়াছে—উত্তরকালে যদি কেহ স্বাধীন জাতিকে স্বৈরাচারের ঘৃণ্য পথে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চায় তবে তাহাদের পথে যেন উহা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে।

বিভক্ত পরিবার

দাস প্রথার প্রশ্ন সম্পর্কে বিভেদ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। লিঙ্কন যে হুইগ দলের সদস্য ছিলেন, তাহার অস্তিত্ব বিলোপ পায় এবং একটি নূতন রিপাবলিকান দলের প্রতিষ্ঠা হয়—যাহার অন্যতম নেতা ছিলেন লিঙ্কন। ১৮৫৮ সালের জুন মাসে রিপাবলিকান ষ্টেট কনভেনশনের শেষে লিঙ্কন একটি বক্তৃতা দেন ; তাহাতে তিনি এরূপ যথাযথভাবে—এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তুলনায় এমন সাহসের সহিত—দেশের সম্মুখে সর্বপ্রধান সমস্যাটির সংজ্ঞা নির্দেশ করেন যে এই বক্তৃতাটিই, এই সর্বপ্রথম, জাতীয় ক্ষেত্রে তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়া তোলে। বক্তৃতার প্রথম অংশের আক্ষরিক অর্থে ই দেশবাসী চমৎকৃত হইয়াছিল।

যদি আমরা অগ্রে জানিতে পারিতাম আমরা কোথায় আছি এবং কোথায় চলিয়াছি, তবে কি করিতে হইবে এবং কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম।

দাসপ্রথা সম্পর্কিত আন্দোলনের পরিসমাপ্তির সর্বজনস্বীকৃত উদ্দেশ্যে, এবং তাহার সুনিশ্চিত আশ্বাস লইয়া, যে নীতির সূচনা করা হয় আজ তাহা পঞ্চম বৎসরে পড়িয়াছে।

সেই নীতি বলবৎ হওয়ার ফলে আন্দোলন যে কেবল থামে নাই তাহা নহে, উপরন্তু উহা নিরন্তরই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

একটি সংকট না আসা পর্যন্ত এবং তাহা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমার অভিমতে ইহা থামিবে না।

আত্মকলহে সংসার টেঁকে না। আমার বিশ্বাস যে চিরকাল অর্ধমুক্ত এবং অর্ধদাস অবস্থায় এই সরকার টিঁকিতে পারে না।

ইউনিয়ন অবলুপ্ত হইবে ইহা আমি আশা করি না—আমি চাই না যে সংসার ধ্বংস হইয়া যাক ; কিন্তু আমি অবশ্যই চাই যে উহা আর কলহপরায়ণ থাকিবে না।

হয় ইহা সম্পূর্ণরূপে এক জিনিষ হইবে, না হয় সম্পূর্ণরূপে অন্য জিনিষ হইবে। হয় দাসপ্রথার বিরোধীরা ইহার অধিকতর বিস্তার প্রতিহত করিবে এবং উহাকে সেই অবস্থায় রাখিবে যখন জনচিত্ত এই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে যে উহার অন্তিম মৃত্যু আসন্ন ; না হয় উহার সমর্থকগণ উহাকে আরও সামনে ঠেলিয়া আনিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না নূতন এবং পুরাতন, উত্তর এবং দক্ষিণ, সকল রাষ্ট্রেই উহা বিধিসম্মত পরিগণিত হয়……

দাসপ্রথা সম্পর্কিত অভিমতের সম্প্রসারণ

"বিভক্ত পরিবার" সম্পর্কিত চমকপ্রদ বক্তৃতার ফলে লিঙ্কনের উপর নিন্দা বর্ষিত হইতে লাগিল। অন্যান্য সমালোচকদের মধ্যে ছিলেন লিঙ্কনের পুরাতন প্রতিপক্ষ সেনেটর ডগলাস। ঐ বৎসরই জুলাই মাসে শিকাগোতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় লিঙ্কন তাঁহার অভিমতগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

……প্রথমতঃ, অর্ধস্বাধীন এবং অর্ধদাস অবস্থায় এই সরকার যে বিরাশী বৎসর যাবত টিঁকিয়া রহিয়াছে এ সম্পর্কে আমি অনবহিত নহি। এ দেশের ইতিহাসের সহিত আমার মোটামুটি পরিচয় আছে এবং আমি জানি যে বিরাশী বৎসর যাবত ইহা অর্ধস্বাধীন, অর্ধদাস অবস্থায় টিঁকিয়া আছে। আমি মনে করি—এবং এ কথাই আমি বলিতে চাই—ইহা টিঁকিয়াছে এই কারণে যে নেব্রাস্কা বিল উত্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা জনসাধারণের মন এই বিশ্বাসে আশ্বস্ত ছিল যে দাসপ্রথা অন্তিম মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে। এই বিশ্বাসেই সেই বিরাশী বৎসর সময় আমরা নিশ্চিন্তে কাটাইয়াছি, অন্ততঃ ইহাই আমার বিশ্বাস। আমার বিশ্বাস দাসপ্রথা রহিত করার জন্য যাহারা ব্যগ্র তাহাদের যে কোন সমর্থকের ন্যায় সমানভাবে আমি সর্বদা দাসপ্রথাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। আমি চিরকালই একজন

প্রাচীনপন্থী হুইগ। আমি সর্বদাই ইহা ঘৃণা করিয়াছি ; কিন্তু নেব্রাস্কা বিল উত্থাপনের এই নূতন অধ্যায়ের পূর্বে এ বিষয়ে আমি সর্বদাই নীরব থাকিয়াছি। আমার সতত বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেকেই ইহার বিরোধী এবং ইহা অন্তিম বিলোপের পথে……জাতির অধিকাংশই এই বিশ্বাসে নিরস্ত ছিল যে দাসপ্রথা অন্তিম বিলোপের পথে চলিয়াছে। এই রকম বিশ্বাসের পক্ষে কারণ ছিল।

সংবিধান গ্রহণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ইতিহাস হইতেই জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস জন্মায় ; এবং সংবিধানের রচয়িতাদেরও এই রকম বিশ্বাসই ছিল। সংবিধান প্রণয়নের সময় কেন সেই সকল জ্ঞানবৃদ্ধ নির্দেশ দেন যে, যে সকল নূতন অঞ্চলে দাসপ্রথা প্রচলিত নাই তথায় উহার প্রসার করা যাইবে না? কেন ঘোষণা করা হয় যে কুড়ি বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস আফ্রিকার দাসব্যবসায়, যাহার মাধ্যমে দাসদের সরবরাহ করা হইত, বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে? কেন এই সকল আইন পাশ হয়? আমি এই ধরণের আরও অনেক আইনের উল্লেখ করিতে পারিতাম—কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট। এসকল হইতে কি ইহাই বুঝায় না যে সংবিধানের প্রণেতাগণ এই ব্যবস্থার বিলোপ চাহিয়াছিলেন এবং আশা করিয়াছিলেন? পূর্বের যে বক্তৃতা হইতে বিচারপতি ডগলাস উদ্ধৃতি দিয়াছেন, সেই বক্তৃতায় আমি যাহা বলিয়াছিলাম আমি পুনরায় তাহা বলিতেছি—আমি পুনরায় বলিতেছি যে যখন আমি বলি যে আমি মনে করি, দাসপ্রথার বিরোধীরা উহার অধিকতর প্রসারের প্রতিরোধ করিবে এবং উহাকে সেই অবস্থায় লইয়া যাইবে যেখানে জনগণ আশ্বস্ত থাকিবে এই বিশ্বাসে যে উহা অন্তিম মৃত্যুর পথে চলিয়াছে—তখন আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে তাহারা উহাকে সেই স্থানে রাখিবে যেখানে এই সরকারের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গ গোড়াতে উহাকে রাখিয়াছিলেন…

দাসপ্রথা সম্পর্কে : সুবিখ্যাত অংশ

লিঙ্কন প্রায়ই তাঁহার মনোভাব কাগজে লিপিবদ্ধ করিতেন ; তাঁহার স্মারকলিপির অনেকগুলি অংশ সংরক্ষিত হইয়াছে। যেটি সর্বাপেক্ষা অধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে সেটি ১৮৫৮ সালের আগষ্ট মাসে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।

আমি যেরূপ দাস হইতে চাহিনা, সেরূপ আমি প্রভুও হইতে চাহিনা। ইহার মধ্যেই গণতন্ত্র সম্পর্কে আমার ধারণা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার সহিত যাহার মিল নাই, গরমিলের অনুপাতে, তাহা গণতন্ত্র নহে।

এ. লিঙ্কন—

স্বাধীনতার মর্ম

১৮৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইলিনয়ের অন্তর্গত এডওয়ার্ডস্‌ভিল-এ লিঙ্কন একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার কয়েকটি অংশ মাত্র সংরক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদেরই একটিতে লিঙ্কনের স্বভাবসুলভ বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অতএব, আপনারা যখন···নিগ্রোকে অমানুষ করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, আপনারা যখন তাহাকে দাবাইয়া রাখিয়া চিরকালের মত ক্ষেতের পশুর বৃত্তি গ্রহণ ব্যতীত তাহার রাস্তা বন্ধ করিয়াছেন; যখন তাহার আত্মাকে ধ্বংস করিয়া তাহাকে এমন অবস্থায় রাখিয়াছেন যেখানে, হতভাগ্যদের আত্মার উপর ঘনায়মান অন্ধকারের ন্যায় অন্ধকারে, আশার আলো নির্বাপিত হইয়া যায়, তখন কি আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন যে, যে দৈত্যকে আপনারা জাগরিত করিয়াছেন তাহা আপনাদের উপর আক্রমণ করিয়া আপনাদেরও ছিন্নভিন্ন করিবে না? আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যের রক্ষাপ্রাচীর কি? তাহা আমাদের ভ্রূকুটিকারী অস্ত্রসজ্জিত প্রাকার, কামানবেষ্টিত সমুদ্রোপকূল, যুদ্ধজাহাজের কামান বা আমাদের সাহসী এবং সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর শক্তি নহে। আমাদের এই সুন্দর দেশে উৎপীড়নের পুনরাবৃত্তির প্রতিরোধে এগুলি আমাদের নির্ভর নহে। এগুলি প্রত্যেকটিই আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে; এগুলির দ্বারা সংগ্রামে আমাদের জয় পরাজয় নির্ধারিত হইবে না। ভগবান আমাদের মধ্যে যে স্বাধীনতা-প্রিয়তা রোপিত করিয়াছেন তাহাই আমাদের অবলম্বন। আমাদের প্রতিরক্ষা হইল সেই চেতনা রক্ষার মধ্যে যে চেতনায় বলে যে স্বাধীনতা সকল দেশে, সর্বত্র, সকল লোকের উত্তরাধিকার। এই চেতনাটিকে নষ্ট করার অর্থ আপনার দরজার চতুর্দিকে স্বেচ্ছাচারের বীজ বপন করা। দাসত্বের শৃঙ্খলের সহিত পরিচিত হওয়ার অর্থ আপনার নিজ অঙ্গে সেইগুলি পরিধানের প্রস্তুতি করা। আপনাদের চারি পার্শ্বের সকলের অধিকার পদদলিত করিতে অভ্যস্ত হওয়ায়, আপনারা আপনাদের নিজের স্বাধীনতার মহত্ব হারাইয়াছেন এবং প্রথম যে ধূর্ত উৎপীড়ক দেখা দিবে তাহার উৎপীড়নের উপযুক্ত সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছেন···

দাসপ্রথা সমর্থক ধর্মতত্ত্ব

১৮৫৮ সালে লিঙ্কন দাসপ্রথা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার স্মারকলিপির অপর একটি অংশ হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান করা হয় যে উহা ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত হইয়াছিল।

ধরিয়া লওয়া যাউক, প্রকৃতির দানে নিগ্রো শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় নিকৃষ্ট একথা সত্য ; তবে কি সেই কারণে, নিগ্রোকে প্রকৃতি যে যৎসামান্য দান করিয়াছে তাহার অংশ লওয়া, ঠিক উল্টা বিচার হইবে না ? "যাহার অভাব রহিয়াছে তাহাকে দাও"—ইহাই দানের খৃষ্টীয় নিয়ম ; কিন্তু "অভাবগ্রস্তের নিকট হইতে গ্রহণ কর" দাসত্বের নিয়ম।

দাসপ্রথার সমর্থক ধর্মতত্ত্বের সার বক্তব্য মনে হয় এইরূপ : "দাসপ্রথা সর্বজনীনভাবে ন্যায়সঙ্গত নহে, বা সর্বজনীনভাবে অসঙ্গতও নহে ; কতকগুলি লোকের পক্ষে দাস হওয়াই শ্রেয় ; এবং এ সকল ক্ষেত্রে ভগবানের অভিপ্রায়েই তাহারা এরূপ হয়।"

অবশ্য ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু থাকিতে পারে না ; কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উহার নির্ধারণ এবং প্রয়োগ সম্পর্কে সমস্যা থাকিয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরিয়া লইলাম যে রেভারেণ্ড ডাঃ রসের সাম্বো নামে একটি দাস আছে ; এখন প্রশ্ন হইল, "সাম্বো দাস থাকিবে না সে মুক্তিলাভ করিবে—ভগবানের ইচ্ছা কোন্‌টি ?" সর্বশক্তিমান এই প্রশ্নের কোন শ্রুতিগোচর উত্তর দেন না ; এবং তাঁহার প্রত্যাদেশে—অর্থাৎ বাইবেলেও—ইহার উত্তর আদৌ দেওয়া হয় নাই বা দেওয়া হইয়া থাকিলেও প্রদত্ত নির্দেশের অর্থ সম্পর্কে বিবাদের অবকাশ থাকিয়া যায়। এ সম্পর্কে সাম্বোর মতামত জানা কেহ প্রয়োজন মনে করেন না। অতএব অবশেষে ডাঃ রসের উপরই বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া হয়। যখন তিনি এ সম্পর্কে বিবেচনা করেন, তিনি দস্তানা-হাতে ছায়াতে বসিয়া থাকেন এবং জ্বলন্ত রৌদ্রে পরিশ্রম করিয়া সাম্বো যে রুটি অর্জন করিতেছে তাহার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে থাকেন। সাম্বো ক্রীতদাস হিসাবেই থাকিবে এই সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহার আরামদায়ক অবস্থা বজায় থাকে ; কিন্তু যদি তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে সাম্বোর মুক্তিই ভগবানের অভিপ্রেত, তবে তাঁহাকে ছায়া পরিত্যাগ করিয়া, দস্তানা খুলিয়া রাখিয়া নিজের রুটি অর্জনের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা অবশ্য-প্রয়োজনীয়—ডাঃ রস কি তাহার দ্বারা পরিচালিত হইবেন ?

কিন্তু কিছুসংখ্যক লোকের পক্ষে দাসত্ব উপকারী !!! ভাল জিনিষ হিসাবে দাসপ্রথার অদ্ভুত বিশেষত্ব রহিয়াছে—তাহা এই যে ইহাই একমাত্র ভাল জিনিষ যাহা কেহ নিজের জন্য পাইতে চাহে না।

নির্বোধের উক্তি ! নেকড়েরা মেষশাবকগুলিকে গলাধঃকরণ করে—লুব্ধ জঠর পরিপূরণের জন্য নহে, মেষশাবকগুলির উপকারের জন্য !!!

প্রেসিডেণ্ট পদ সম্পর্কে একটি চিঠি

১৮৫৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে ডগলাসের আসনে রাষ্ট্র-বিধান সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতে লিঙ্কন অসমর্থ হইলেও, সেনেটরের সহিত

তাঁহার বিতর্ক এবং অন্যান্য প্রকাশ্য বিবৃতি তাঁহার মর্যাদা এরূপ বৃদ্ধি করিয়াছিল যে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরূপে তাঁহার নামের উল্লেখ হইতে লাগিল। প্রথম সমর্থকদের মধ্যে একজনকে তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অত্যন্ত বিনয়ের সহিত একটি পত্র লেখেন।

স্প্রীং ফিল্ড, এপ্রিল ১৬, ১৮৫৯

টি. জে. পিকেট, এস্কোয়ার,

প্রিয় মহাশয় ঃ

আপনার ১৩ তারিখের পত্র এইমাত্র হস্তগত হইল। আমি এরূপ ব্যস্ত যে খুব শীঘ্র আমার পক্ষে বক্তৃতা দিবার জন্য, বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে, রক আইল্যাণ্ড যাওয়া সম্ভব নহে।

অন্য যে বিষয়টি সম্পর্কে আপনি সদয়ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্পর্কে আমি খোলাখুলি বলিতে বাধ্য যে আমি নিজেকে প্রেসিডেন্ট পদের উপযুক্ত বলিয়া মনে করি না। ঐ সম্পর্কে কোন কোন অনুরক্ত বন্ধু যে চিন্তা করেন তাহাতে আমি নিজেকে বিশেষ সম্মানিত এবং আনন্দিত বোধ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃতই আমি মনে করি যে আমাদের উদ্দেশ্যের সর্বোত্তম আনুকূল্যের জন্য, আপনার পরামর্শমত কোন সুসংগঠিত চেষ্টা করা উচিত হইবে না।

আশা করি ইহা গোপন রাখিবেন।

আপনার অতি বিশ্বস্ত,

এ. লিঙ্কন

কৃষি সম্পর্কে

দাসপ্রথা সেই সময়ের সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও লিঙ্কন অন্যান্য বহু বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। মাটীর সহিত সম্পর্ক থাকায় এবং প্রসারশীল প্রান্তরের লোক হিসাবে লিঙ্কন সর্বদাই কৃষির উন্নতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন (কয়েকবৎসর পর তাঁহার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন অবস্থাতেই সর্বপ্রথম সরকারী ব্যুরোটি সংগঠিত হয় যাহা ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগে পরিণতি লাভ করে)। ১৮৫৯ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে উইসকনসিনের অন্তর্গত ম্যাডিসনে অবস্থিত উইসকনসিন রাষ্ট্রীয় কৃষি সমিতির বার্ষিক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটির যে অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে—কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক পাঠ্যসূচী প্রণয়নের বহু পূর্বে—কৃষিশিক্ষার সম্ভাবনা তাঁহার সম্যক উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

……অপর কোন মানবিক পেশাতে কৃষির ন্যায়, শ্রমের সহিত মার্জিত চিন্তাধারার এমন হিতকারী সুসমন্বয়ের এত বিস্তৃত সুযোগ থাকে না। একাধারে নূতন এবং মূল্যবান কোন আবিষ্কারের ন্যায় মনোরঞ্জক আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না ; এবং এরূপ আবিষ্কারের আশাপ্রদ প্রচেষ্টা যে ভাবে শ্রম লাঘব করিয়া তাহাকে মধুর করিয়া তোলে সেরূপ কিছু আছে বলিয়াও জানি না। এরূপ আবিষ্কারের পক্ষে কৃষির ন্যায় প্রশস্ত এবং বিচিত্র ক্ষেত্র আর কীই বা আছে! গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বা উচ্চতর বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাকে হিতকারী আনন্দের অফুরন্ত উৎস হিসাবে না ভাবিয়া পারে না। ঘাসের প্রত্যেকটি পাতা একটি পাঠ্যবস্তু ; যে স্থলে একটি ছিল সে স্থলে দুইটি জন্মাইতে পারা লাভজনক এবং আনন্দদায়ক দুইই। কেবল ঘাসই নয়, মাটী, বীজ এবং ঋতুপরিবর্তন ; ঝোপ, নালা এবং বেড়া ; জলনিষ্কাষণ, জলাভাব এবং জলসেচ ; কর্ষণ, নিড়ন এবং মই চালান ; শস্য কাটা এবং মাড়ান ; শস্য রক্ষা করা, শস্যের মড়ক, শস্যের রোগ, এবং কী উপায়ে তাহাদের প্রতিরোধ বা প্রতিকার করা যায় ; সরঞ্জাম, বাসনপত্র এবং যন্ত্রাদি, উহাদের আপেক্ষিক গুণাগুণ এবং উন্নতির উপায় ; শূকর ও ঘোড়া এবং গোমহিষাদি, মেষ, ছাগল এবং কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষী ; বৃক্ষ, গুল্ম, ফল এবং ফুল ; এরূপ শতসহস্র জিনিষ—প্রত্যেকটির মধ্যেই পাঠ্যবস্তুর একটি বিশ্ব রহিয়াছে।

সকল বিষয়েই পুস্তকের শিক্ষা কাজে লাগে। পড়ার আগ্রহ এবং ক্ষমতা থাকিলে অন্যান্যদের আবিষ্কার সম্পর্কে জানিবার সুযোগ হয় ; মীমাংসিত সমস্যা সমূহের অর্থ হৃদয়ঙ্গমে ইহাই একমাত্র পথ বা অন্যতম উপায়। কেবল তাহাই নহে, এখনও পর্যন্ত যে সকল সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়াছে ইহাতে সেগুলির সফল অনুধাবনের সুযোগ এবং সুবিধা হয়। বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রগুলি সুবিদিত ; এবং সেগুলি বিশেষ মূল্যবান। উদ্ভিজ্জ জগৎ—বর্ধনশীল সকল শস্য সম্পর্কে আলোচনার সময় উদ্ভিদ্‌বিদ্যার জ্ঞান সাহায্যে আসে ; মৃত্তিকা বিশ্লেষণে, সার-নির্বাচন এবং প্রয়োগে এবং অন্যান্য অসংখ্য উপায়ে রসায়ন সাহায্য করে। পদার্থবিদ্যার যান্ত্রিক শাখাগুলি প্রায় সকল বিষয়েই কাজে আসে—তবে বিশেষভাবে কাজে আসে যন্ত্র এবং সরঞ্জামের ক্ষেত্রে।

পূর্ণাঙ্গ কাজের ভিত্তিতে, কৃষিশ্রম বা যে কোন শ্রমের সহিত শিক্ষার—মার্জিত চিন্তাধারার—সমন্বয় সাধন হইতে পারে বলিয়া মনে হয় ; মনে হয় যে অযত্নকৃত, অর্ধকৃত,

আলস্যজনিত কাজের সহিত এরকম সমন্বয়ের সুযোগ নাই। পূর্ণ মনোযোগসহ কাজের ফলে ক্ষুদ্রতম ভূখণ্ডকেও যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। বর্তমানের অপেক্ষা যুদ্ধের প্রতি কম আগ্রহশীল, এবং শান্তির কলাকৌশলের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত সমানেই এইরকম হইতে পারে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি—পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি—ঘটিলে অনতিবিলম্বেই ক্ষুদ্রতম ভূখণ্ড হইতে আরামপ্রদ জীবনধারণের কৌশল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশল রূপে পরিগণিত হইবে। যে সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য এই কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন তাহা কখনও কোন অত্যাচারীর নিকট নতি স্বীকার করিবে না। এইরূপ সমাজ মুকুটশোভিত রাজা, টাকার রাজা বা জমির রাজা কাহারও অধীন হইবে না·····

আত্মজীবনী

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে লিঙ্কন সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত তথ্যের জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ আসিতে থাকে। তাঁহার জনৈক বন্ধুর অনুরোধে অত্যন্ত অল্পকথায় তিনি নিজের একটি জীবনী লেখেন।

আমি কেণ্টাকীর হার্ডিন কাউণ্টিতে ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতামাতা উভয়েই ভার্জিনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহাদের পরিবারগুলি অখ্যাত ছিল, দ্বিতীয়শ্রেণীর পরিবার বলা যেতে পারে। আমার দশবৎসর বয়সের সময় আমার মা মারা যান ; তাঁহার পরিবারের পদবী ছিল হ্যাঙ্কস্—তাহাদের কেহ কেহ অ্যাডাম্স্-এ এবং কেহ কেহ ইলিনয়ের অন্তর্গত মেকন কাউণ্টিতে বসবাস করিতেছেন। আমার পিতামহ এব্রাহাম লিঙ্কন ১৭৮১ বা ৮২ খৃষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত রকিংহ্যাম কাউণ্টি হইতে কেণ্টাকীতে আসেন। সেখানেই দুই এক বৎসর পরে তিনি রেড ইণ্ডিয়ানদের হস্তে নিহত হ'ন—যুদ্ধে নহে, বনাঞ্চলে একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের জন্য যখন তিনি কাজ করিতেছিলেন সেই সময় অতর্কিতে। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ—যাঁহারা কোয়েকার (Quakers) সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন—পেনসিলভ্যানিয়ার অন্তর্গত বার্ক্স্ কাউণ্টি হইতে ভার্জিনিয়ায় যান। নিউ ইংলণ্ডের এক পরিবারের সহিত তাঁহাদের সাদৃশ্য খুঁজিতে গিয়া কেবলমাত্র দুই পরিবারের মধ্যে এনোক, লেভি, মর্দেকাই, সলোমন, এব্রাহাম প্রভৃতি নামের সাদৃশ্য ছাড়া আর কোন মিলই খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

আমার পিতামহের মৃত্যুকালে আমার পিতার বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর; এবং সাদা কথায় তিনি শিক্ষা ছাড়াই বড় হ'ন। ইণ্ডিয়ানার যে স্থানকে এখন স্পেন্সার কাউণ্টি বলা হয়, আমার বয়স যখন আট বৎসর তখন তিনি কেণ্টাকী হইতে তথায় আসেন। যে সময়ে রাষ্ট্রটি ইউনিয়নে যোগদান করে প্রায় সেই সময়েই আমরা আমাদের নূতন বাড়ীতে যাই। ঐ অরণ্য অঞ্চলে তখন ভল্লুক এবং অন্যান্য জন্তু ঘুরিয়া বেড়াইত। সেইখানেই আমি বড় হই। সেখানে নামে মাত্র কয়েকটি বিদ্যালয় ছিল; কিন্তু কোন রকমে পড়া, লেখা আর ত্রৈরাশিকের অঙ্ক করিতে পারা ব্যতীত শিক্ষকদের আর কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হইত না। ল্যাটিন জানা কোন পর্যটক যদি কাছাকাছি থাকিতেন তাহাকে যাদুকর বলিয়া মনে করা হইত। শিক্ষায় আগ্রহ জাগাইবার মত কিছুই ছিল না। সুতরাং আমি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হইলাম তখন বিশেষ কিছু জানিতাম না। তথাপি আমি কোনও প্রকারে লিখিতে, পড়িতে এবং ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিতে পারিতাম; কিন্তু এই টুকুই। তাহার পর আমি কখনও স্কুলে যাই নাই। প্রয়োজনের তাগিদে আমি কালক্রমে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার দ্বারাই একমাত্র শিক্ষার এই সঞ্চয়কে যৎসামান্য বাড়াইয়াছি।

আমাকে কৃষিকার্যে লাগান হইল এবং সেই কাজেই আমি বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিযুক্ত রহিলাম। একুশবৎসর বয়সে আমি ইলিনয় আসি এবং প্রথম বৎসর মেকন কাউণ্টিতে কাটাই। তাহার পর আমি নিউ সালেমে যাই (তখন উহা স্যাঙ্গামন কাউণ্টিতে ছিল, এখন মেনার্ড কাউণ্টির অন্তর্গত—তথায় আমি একটি ষ্টোরে একবৎসর কেরাণীর ন্যায় কাজ করি)। তারপর আসে ব্ল্যাকহক (**Black-Hawk**) যুদ্ধ; আমি স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হই—এই সাফল্যে আমি যেরূপ আনন্দিত হই আজ পর্যন্ত আর কোন কিছু হইতেই সেইরূপ আনন্দ পাই নাই। আমি যুদ্ধে যোগদান করিয়া বিশেষভাবে আনন্দিত হইলাম এবং সেই বৎসরই (১৮৩২) বিধান সভার সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া হারিয়া যাই—জীবনে এই একবারই মাত্র আমি জনসাধারণের নিকট পরাজিত হইয়াছি। পরবর্তী নির্বাচনে, এবং তাহার পর পরপর আরও তিনটি দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে আমি বিধানসভায় নির্বাচিত হই। তাহার পর আমি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি নাই। বিধানসভার সদস্য থাকাকালে আমি আইন পড়ি এবং আইন ব্যবসার জন্য স্প্রীংফিল্ডে আসি। ১৮৬৪ সালে আমি কংগ্রেসের নিম্ন পরিষদে একবার নির্বাচিত হই। পুনর্নির্বাচনে আমি প্রার্থী ছিলাম না। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৪ পর্যন্ত এই কয়েক বৎসর একান্ত মনে আইন ব্যবসায়ে মগ্ন ছিলাম। রাজনীতিতে আমি চিরকাল হুইগপন্থী; এবং সাধারণতঃ আমি হুইগ দলের হইয়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতাম এবং প্রচারকার্য করিতাম। রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহ চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় মিজুরী চুক্তির প্রত্যাহারে আমি পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠি।

আমার ব্যক্তিগত কোন পরিচয়ের যদি প্রয়োজন থাকে তবে বলা যাইতে পারে যে আমি লম্বায় ৬ ফুট ৪ ইঞ্চির মত, কৃশকায়—ওজন ১৮০ পাউণ্ড, গায়ের রং কাল, কর্কশ কাল চুল, ধূসর চক্ষু—কোন বিশেষ চিহ্ন বা নিদর্শন আছে বলিয়া মনে পড়ে না।

শাসন নীতি

লিঙ্কন শাসননীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহার কার্যকরী প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিতেন। ১৮৬০ সালে লিখিত একটি অংশে তিনি তাঁহার চিন্তাধারার অংশবিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।

এ সকল কোন আকস্মিক ঘটনার ফল নহে। ইহার একটি নীতিগত কারণ রহিয়াছে। সংবিধান এবং ইউনিয়ন ছাড়া আমরা এই ফল লাভ করিতে পারিতাম না। কিন্তু এগুলিও আমাদের মহান্ সমৃদ্ধির প্রাথমিক কারণ নহে। এগুলির পিছনেও আর কিছু রহিয়াছে যাহা মানবহৃদয়কে ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। সেই জিনিষটি হইল "সকলের জন্য স্বাধীনতা"র নীতি—যে নীতি সকলের পথ পরিষ্কার করে,—সকলকে আশা দেয়—এবং পরিণামে সকলের মধ্যে উদ্যম এবং অধ্যবসায় সৃষ্টি করে।

আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সেই নীতির প্রকাশ সর্বাপেক্ষা আনন্দ এবং সৌভাগ্যের বিষয়। এই নীতির ভিত্তিতে অথবা তা ছাড়াও, আমরা গ্রেট বৃটেন হইতে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে পারিতাম; কিন্তু আমার বিশ্বাস উহা ছাড়া আমরা স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতাম না এবং ফলে এই সমৃদ্ধিলাভও ঘটিত না। কেবলমাত্র শাসক পরিবর্তন ব্যতীত আরও ভাল কোন ব্যবস্থার আশ্বাস না থাকিলে আমাদের পিতৃপুরুষদের ন্যায়, কোন নিপীড়িত জাতি যুদ্ধ করিতে পারিত না বা সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত না।

তদানীন্তনকালে ঐ নীতিটি ব্যক্ত হইয়াছিল কতিপয় শব্দের মধ্য দিয়া। "যথাযথরূপে ব্যক্ত" এই শব্দগুলি আমাদের নিকট পরিণামে "সোনার আপেলের" মত হইয়া উঠিয়াছে। এই শব্দগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই "সংবিধান" ও "যুক্তরাষ্ট্র" "রৌপ্য চিত্রের" মত গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ "আপেল" অর্থাৎ ঐ নীতিকে আবৃত করিয়া রাখা বা বিনষ্ট করিবার জন্য এই চিত্রের সৃষ্টি হয় নাই, সৃষ্টি হইয়াছিল উহাকে সুচারুরূপে শোভিত করিয়া উহাকে রক্ষা করিবার জন্য। চিত্রটি তৈরি হইয়াছিল আমাদের ঐ "আপেলটির" জন্য, চিত্রটির নিমিত্ত আপেলটি তৈরি নাই।

অতএব আসুন আমরা এমন কাজ করি যাহাতে ছবি বা আপেল কোনটিই মলিন হইয়া না যায় বা ভাঙ্গিয়া না পড়ে।

যাহাতে আমরা এভাবে কাজ করিতে পারি সেজন্য বিপজ্জনক স্থানগুলি জানা এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

কুপার ইনষ্টিটিউটে ভাষণ

লিঙ্কন দাসদের মুক্তিদান করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কলঙ্কজনক দাসপ্রথার বিলোপ সাধন দ্বারা ইতিহাসে "মহান মুক্তিদাতা" হিসাবে সুপরিচিত হইলেও, গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে তাঁহার লক্ষ্য ছিল সরকারী বিধান মারফত দাসপ্রথার প্রত্যক্ষ অবসান অপেক্ষা মানবিক সভ্যতার অগ্রগতি মারফত তাহার ক্রম অবলুপ্তি ঘটান। ইহার পিছনে এই আশা ছিল যে দাস রাষ্ট্রগুলি অনিচ্ছাসত্বে হইলেও এই কার্যক্রম গ্রহণ করিবে এবং তদ্বারা ইউনিয়ন রক্ষা পাইবে। তথাপি দাস প্রথার নৈতিকতা সম্পর্কে তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠ সমগ্র দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়ে। একটি বক্তৃতা বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে; তিনি নিউইয়র্কে যখন আসেন তখন কুপার ইনষ্টিটিউটে রিপাবলিকানদের এক সমাবেশে বক্তৃতাটি দেন। ঐ বক্তৃতার শেষে বলা হয়ঃ

যদি দাসপ্রথা ন্যায়সঙ্গত হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে যত কথা, কাজ, আইন এবং সংবিধান আছে সবই ভুল এবং সেগুলি স্তব্ধ হওয়া উচিত, সেগুলির উচ্ছেদ হওয়া উচিত। যদি উহা ন্যায়সঙ্গত হয় তবে উহার জাতীয়তা—ইহার বিশ্বজনীনতা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গতভাবে আপত্তি তুলিতে পারি না। যদি আমরা ভাবি দাসপ্রথা যথার্থ তবে তাহারা যাহা চায় আমরা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাহা দিতে পারি; যদি তাহারা উহা অন্যায় মনে করিত তবে আমরা যাহা চাই তাহারাও অনুরূপভাবে সহজে তাহা দিতে পারিত। এটাকে তাহারা মনে করে ঠিক, আমরা মনে করি ভুল—এখানেই বিরোধের উৎপত্তি। তাহারা উহা ঠিক মনে করিয়া যদি উহার যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু আমরা উহাকে অন্যায় জানিয়া কি তাহাদের নিকট নতি স্বীকার করিতে পারি? আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, তাহাদের পক্ষে, কি ভোট দিতে পারি? আমাদের নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্বের কথা বিবেচনা করিয়া কি আমরা তাহা করিতে পারি?

যদিও আমরা দাসপ্রথা অন্যায় বলিয়া মনে করি, রাষ্ট্রে উহার বাস্তব উপস্থিতির প্রয়োজনে আমরা উহাকে স্বস্থানে একা থাকিতে দিতে পারি। কিন্তু আমাদের ভোট দ্বারা

উহা নিরোধের ক্ষমতা আছে জানিয়াও কি আমরা দেশের মধ্যে এবং আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র-সমূহে তাহার প্রসার ঘটিতে দিতে পারি? যদি আমাদের কর্তব্যবোধ আমাদিগকে ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে, তবে আসুন আমরা নির্ভীকচিত্তে এবং কার্যকরীভাবে আমাদের কর্তব্য পালন করি। যে সকল কুযুক্তিপূর্ণ উপায়ে আমাদিগকে বিপর্যস্ত করা হইতেছে আমরা যেন তাহাদের কোনটির দ্বারা আমাদের নির্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত না হই। এই কুযুক্তিগুলি হইল এই ধরণের ঃ ন্যায় এবং অন্যায়ের মাঝামাঝি কোন মধ্য পন্থা খোঁজা, জীবিতও নহে বা মৃতও নহে এরূপ মানুষের সন্ধানের মতই যাহার সন্ধান নিরর্থক ; যে বিষয় সম্পর্কে সকল প্রকৃত মানুষ চিন্তিত হ'ন সে বিষয়ে "চিন্তা না করার" নীতি ; প্রকৃত ইউনিয়ন-পন্থী জনগণকে বিভেদপন্থীদিগের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য অনুনয় জানাইয়া ইউনিয়ন মার্কা আপীল ; ঐশ্বরিক বিধান পাল্টাইয়া দেওয়া—পাপীদের অনুশোচনা করিতে না বলিয়া ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের অনুশোচনা করিতে বলা ; ওয়াশিংটনের নাম লইয়া ওয়াশিংটন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিতে এবং যাহা করিয়াছিলেন তাহা ধ্বংস করিতে জনগণের নিকট কাকুতি-মিনতি করা।

আমরা যেন মিথ্যা অপবাদের ভয়ে কর্তব্যচ্যুত না হই, বা সরকার ধ্বংসের বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে ভীত না হই। আমাদের যেন এই বিশ্বাস থাকে যে ন্যায়ের পথেই শক্তি আহৃত হয় এবং আমরা যেন অটল বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কর্তব্য করিয়া যাইবার সাহস পাই।

৩। প্রেসিডেণ্টরূপে কার্যকাল

ওয়াশিংটন ডি, সি'র "আইগেট্ হাউসে" এব্রাহাম লিঙ্কন তাঁর "মুক্তি ঘোষণা"র খসড়াটি মন্ত্রি-পরিষৎকে পাঠ করে শোনান ; সেই দৃশ্যটি শিল্পীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ওপরের ছবিতে দেখান হচ্ছে।

মনোনয়ন স্বীকার

১৮৬০ সালের মে মাসে ইলিনয়ের অন্তর্গত শিকাগোতে অনুষ্ঠিত রিপাবলিকান জাতীয় সম্মেলনে লিঙ্কনকে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থীরূপে মনোনীত করা হয়। ধীরচিত্তে তিনি এই মনোনয়ন স্বীকার করিয়া লন।

স্প্রীংফিল্ড, ইলিনয়, মে ২৩, ১৮৬০

মাননীয় জর্জ অ্যাশমান
রিপাবলিকান জাতীয় সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট,
মহাশয় ঃ

আপনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন আমাকে যে মনোনয়ন দান করিয়াছেন আমি তাহা স্বীকার করিয়া লইতেছি। এ বিষয় সম্পর্কে সম্মেলনের সংশ্লিষ্ট কমিটি হিসাবে আপনার ও অন্যান্যদের পত্রে যথারীতি অবগত হইয়াছি।

আপনার পত্রের সহিত নীতি ও মনোভাবের যে ঘোষণাবাণীটি রহিয়াছে আমি তাহা অনুমোদন করি ; যাহাতে ইহার কোন অংশ লঙ্ঘিত না হয় বা অমান্য না করা হয় সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকিবে। ঐশ্বরিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়া, এবং সম্মেলনে যাঁহাদের প্রতিনিধিবৃন্দ ছিলেন তাঁহাদের মতামত এবং মনোভাবের প্রতি, জাতির সকল জনসাধারণের প্রতি, সকল রাষ্ট্র এবং টেরিটরীর অধিকারের প্রতি, সংবিধানের পবিত্রতা, সকলের চিরমিলন, ঐক্য এবং সমৃদ্ধির প্রতি, যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া সম্মেলনে ঘোষিত নীতিসমূহের কার্যকরী সাফল্যের জন্য আমি সানন্দে সহযোগিতা করিব।

আপনার কৃতজ্ঞ বন্ধু ও সহ-নাগরিক,
এ. লিঙ্কন

বিদায় ভাষণ ঃ স্প্রীংফিল্ড

১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিঙ্কন ইলিনয়ের অন্তর্গত স্প্রীংফিল্ডে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্টের কার্যভার গ্রহণের জন্য ওয়াশিংটন আসেন। পরবর্তী ঘটনাবলীর—গৃহযুদ্ধ এবং হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিদায়ভাষণটির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়।

বন্ধুগণ ঃ

আমার অবস্থায় পড়েন নাই এমন কেহই এই বিদায়ে আমার দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এই স্থান এবং এই স্থানের সহৃদয় জনগণের নিকট আমি সকল কিছুর জন্য ঋণী। এখানে আমি এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ কাটাইয়াছি—ছিলাম যুবক, হইয়াছি প্রৌঢ়, এইখানেই আমার সন্তানদের জন্ম এবং একজন এইখানেই সমাহিত রহিয়াছে। ওয়াশিংটন অপেক্ষাও গুরুতর কর্তব্যের ভার লইয়া আমি যাইতেছি—জানিনা কবে ফিরিতে পারিব বা আদৌ পারিব কিনা। যে পরমেশ্বরের কৃপা তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল তাঁহার সহায়তা ব্যতীত আমি সফলতা পাইব না। সেই সহায়তা লাভ করিলে আমি কিছুতেই অকৃতকার্য হইব না। যিনি আমার সহিত যাইতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের সহিত থাকিতে পারেন এবং কল্যাণের নিমিত্ত যিনি সর্বত্রই বিরাজমান, তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া চলিলে আমরা আশা করি অবশেষে সকলই ভাল হইবে। আমি আপনাদিগকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইতেছি, এবং আমি আশা করি যে আপনারাও প্রার্থনা করিবেন যেন আমিও তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকি—আমি আপনাদের নিকট হইতে সহাস্যে বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।

স্বাধীনতাভবনে ভাষণ

লিঙ্কনের নির্বাচনে ক্রুদ্ধ এবং ভীত হইয়া দাস রাষ্ট্রগুলি লিঙ্কন স্প্রীংফিল্ড ছাড়িয়া যাইবার পূর্বেই ইউনিয়ন হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ওয়াশিংটন যাইবার পথে ফিলাডেলফিয়ার স্বাধীনতা ভবনে—যেথায় বহুবৎসর পূর্বে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তথায়—এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তিনি এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন।

এই স্থানে—যেথায় প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম, নীতিনিষ্ঠতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল, যাহা হইতে আমরা যে সকল আচার নিয়মের আশ্রয়ে বাস করি তাহাদের সৃষ্টি হয়—এই স্থানে দাঁড়াইয়া আমার হৃদয় গভীর ভাবাবেগে পূর্ণ হইতেছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া বলিতেছেন যে দেশের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা আমার হাতেই রহিয়াছে। প্রত্যুত্তরে আমি বলিতে পারি যে আমার রাজনৈতিক মত সম্পূর্ণভাবে, আমার সাধ্যমত এই ভবন হইতে যে সকল মনোভাবের উৎপত্তি হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে গ্রহণ করিয়াছি। আমার এমন কোন রাজনৈতিক অনুভূতি নাই যাহা স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী হইতে আহৃত হয় নাই। যাঁহারা এখানে সমবেত হইয়া স্বাধীনতার সেই ঘোষণাবাণী রচনা এবং গ্রহণ করেন তাঁহারা যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন আমি প্রায়ই তাহার অনুধ্যান করি। যে সৈন্যবাহিনী এবং সেনাপতিমণ্ডলী সেই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল তাহারা যে কষ্ট সহ্য করিয়াছিল বারংবার আমি সে সম্পর্কে অনুধ্যান করি। আমি বারংবার নিজেকে প্রশ্ন করি কোন্ মহান্ নীতি বা ধারণার বলে এই কনফেডারেসি (Confederacy) এতদিন পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ ছিল? কেবল মাতৃভূমি হইতে উপনিবেশগুলিকে বিচ্ছিন্নকরণের মধ্যে ইহার মূল ছিল না; ইহার মূল ছিল স্বাধীনতার ঘোষণাবাণীর সেই সুরে যাহাতে সর্বকালের জন্য শুধুমাত্র এই দেশের জনগণকেই স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই, আমার মনে হয়, দেওয়া হইয়াছে সকল বিশ্ববাসীকে। ইহার মূল ছিল সেই আশ্বাসে যে যথাকালে সকল মানুষের স্কন্ধ হইতেই বোঝা তুলিয়া লওয়া হইবে। এই অনুভূতিই স্বাধীনতার ঘোষণাবাণীতে নিহিত রহিয়াছে। এখন, বন্ধুগণ, ইহার ভিত্তিতে এই দেশকে কি বাঁচান যায়? যদি যায়, তবে আমি ইহাকে বাঁচিতে সাহায্য করিতে পারিলে নিজেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুখী লোক বলিয়া মনে করিব। ঐ নীতির ভিত্তিতে যদি উহাকে বাঁচান না যায় তবে তাহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় হইবে। কিন্তু যদি এই নীতি পরিত্যাগ না করিয়া এই দেশকে বাঁচান সম্ভব না হয়, তবে, আমার মতে, এই নীতিকে বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা এই স্থানে নিহত হওয়া শ্রেয়তর। এখন আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বা রক্তপাতের কোন সুযোগ নাই। ইহার কোন প্রয়োজন নাই। আমি এই পন্থার সমর্থক নহি এবং পূর্বাহ্নেই আমি বলিতে চাহি যে সরকারকে বাধ্য না করিলে কোন রক্তপাত হইবে না—গত্যন্তর না থাকিলে আত্মরক্ষার জন্যই সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

আমার বন্ধুগণ, এই বক্তৃতাটি সম্পূর্ণরূপেই অপ্রত্যাশিত এবং আমি যখন এখানে আসি তখন আমাকে কিছু বলিতে বলা হইবে বলিয়া ভাবি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম পতাকা উত্তোলন সংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠানের জন্যই আপনারা আমাকে ডাকিয়াছিলেন। আমি হয়ত বা অনুচিত কিছু বলিয়াছি; আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র এবং সর্বশক্তিমানের যদি সেরূপ অভিপ্রায় হয়, তবে, তজ্জন্য জীবনপাতও করিব।

প্রথম উদ্বোধনী ভাষণ

১৮৬১ সালের ৪ঠা মার্চ প্রেসিডেন্ট পদে প্রথমবার অভিষিক্ত হওয়ার সময় প্রদত্ত ভাষণে লিঙ্কন দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিকে ইউনিয়নের মধ্যে রাখিবার জন্য সহনশীল পন্থা অনুসরণের এক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন এবং উক্ত রাষ্ট্রগুলিকে গৃহযুদ্ধ পরিহার করিবার জন্য অনুরোধ জানান।

…প্রেসিডেন্টের সকল ক্ষমতারই উৎস জনসাধারণ। জনসাধারণ রাষ্ট্রগুলির পৃথকীকরণের নিমিত্ত সর্তনির্ধারণের ক্ষমতা তাঁহাকে দেন নাই। জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে তাহাও করিতে পারেন; কিন্তু কর্মকর্তার এ বিষয়ে করিবার কিছু নাই। তাঁহার কর্তব্য হইল তাঁহার উপর ন্যস্ত বর্তমান সরকারের শাসন পরিচালন করা এবং তিনি যেমনটি পাইয়াছিলেন সেইরূপ অক্ষত অবস্থায় সরকারকে তাঁহার উত্তরাধিকারীর হস্তে সমর্পণ করা।

জনসাধারণের চূড়ান্ত ন্যায়পরায়ণতায় ধীর বিশ্বাস থাকিবে না কেন? পৃথিবীতে এরূপ, বা ইহা অপেক্ষা মহত্তর, আশা আর কিছু আছে কি? আমাদের বর্তমান বিভেদে কোন পক্ষই যে ন্যায়ের পথে চলিতেছে না ইহা কি তাহারা ভাবিয়া দেখিয়াছে? উভয় পক্ষই কি মনে করে না যে তাহারা ন্যায়ের পথে চলিয়াছে? চিরন্তন সত্য ও ন্যায়ের আধার জাতিসমূহের সর্বশক্তিমান শাসক যদি উত্তর বা দক্ষিণাঞ্চলে আপনাদিগের কাহারও পক্ষে থাকেন তবে মার্কিন জনসাধারণের মহান্ বিচারালয়ে সুনিশ্চিতভাবে সেই সত্য এবং ন্যায়ের প্রকাশ ঘটিবে।

আমরা যে সরকারের অধীনে বাস করি এই জনসাধারণ এমনভাবে তাহার কাঠামো গড়িয়াছেন যাহাতে সরকারী কর্মচারীরা ক্ষতি করিবার বিশেষ সুযোগ না পায়; অনুরূপ বিচক্ষণতার সহিতই তাঁহারা আরও ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে এই স্বল্প ক্ষমতাও অতি অল্প সময় অন্তর তাঁহাদের হাতে ফিরিয়া যায়।

জনসাধারণ ধর্মপরায়ণ এবং সতর্ক থাকিলে দুষ্টবুদ্ধি বা নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও কোন শাসক চার বৎসরের স্বল্প সময়ের মধ্যে সরকারের কোন গুরুতর ক্ষতি করিতে পারিবে না।

আমার স্বদেশবাসিগণ, আপনারা সকলেই বিষয়টি সম্পর্কে শান্তভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করুন। বিলম্বে কোন মূল্যবান জিনিষ নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। আপনারা সুনিশ্চিতভাবে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে চাহেন না এমন কোন পথে যদি আপনাদিগকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার তাড়া থাকিত তবে বিলম্বে সেই উদ্দেশ্য পণ্ড হইতে পারিত; কিন্তু কোন মহৎ উদ্দেশ্য ইহাতে ব্যর্থ হইতে পারে না। বর্তমানে আপনাদের মধ্যে যাহারা অসন্তোষ বোধ করিতেছেন তাঁহাদের নিকট পুরাতন সংবিধান অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে; আরও রহিয়াছে ঐ সংবেদনশীল বিষয়ে সংবিধান অনুযায়ী আপনাদের স্ব-প্রণীত আইনসমূহ; ইচ্ছা থাকিলেও এই দুইয়ের কোনটিই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা নূতন শাসকের নাই। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে যাঁহারা অসন্তুষ্ট তাঁহারাই ন্যায়ের পথে রহিয়াছেন, তথাপি

অবিমৃষ্যকারিতার কোন সঙ্গত কারণ থাকে না। বুদ্ধিমত্তা, দেশপ্রেম, খৃষ্ট ধর্মে অনুরক্তি, এবং যিনি এই প্রিয় দেশকে এখনও পরিত্যাগ করেন নাই সেই ভগবানের উপর অবিচল বিশ্বাস থাকিলে এখনও অত্যন্ত সহজে আমাদের বর্তমান সংকট হইতে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব।

আমার ক্ষুব্ধ স্বদেশবাসিগণ, আপনাদেরই হাতে গৃহযুদ্ধের এই যুগবিপর্যয়কারী সমস্যার সমাধান রহিয়াছে—আমার হাতে নহে। সরকার আপনাদের আক্রমণ করিবে না; আপনারা আক্রমণ না করিলে কোন সংঘর্ষই ঘটিবে না। এই সরকার ধ্বংসের জন্য ঈশ্বরের নিকট কোন শপথে আপনারা আবদ্ধ হ'ন নাই, কিন্তু আমি পবিত্র শপথ গ্রহণ করিয়াছি যে ইহাকে "সংরক্ষণ, প্রতিপালন এবং পোষণ করিব"।

সম্পর্ক ছিন্ন করিতে আমি অনিচ্ছুক। আমরা শত্রু নহি, বন্ধু। আমাদের শত্রু হওয়া উচিত হইবে না। উত্তেজনায় স্ফীতি ঘটিলেও কখনও স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। প্রতিটি রণক্ষেত্র, প্রতিটি দেশপ্রেমিকের সমাধি হইতে প্রতিটি জীবন্ত বা অনুভূতি-শূন্য হৃদয়ে এই বিস্তীর্ণ দেশের সর্বত্র স্মৃতির যে রহস্যতন্ত্রী ছড়াইয়া রহিয়াছে যদি আমাদের চরিত্রের মহত্তর বৃত্তিগুলি দ্বারা তাহা স্পর্শ করা যায় তবে তাহাতে ইউনিয়নের ঐক্যতান বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হইবে।

যুদ্ধঃ কংগ্রেস সকাশে বাণী

১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে বিভেদপন্থী রাষ্ট্রসমূহের সৈন্যবাহিনী কতৃক ফোর্ট সামটার (Fort Sumter) স্থিত ফেডারেল সৈন্যবাহিনীর উপর কামান চালাইবার পর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ১৮৬১ সালের ৪ঠা জুলাই কংগ্রেসের নিকট এক বাণীতে লিঙ্কন পরিস্থিতির সুগম্ভীর পর্যালোচনা করেনঃ

…সামটার দুর্গের ঘটনা দ্বারা…সরকারের আক্রমণকারীরা দেশের উপর এই প্রশ্নটি চাপাইয়া দিয়াছেঃ "অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া ফেল, না হয় রক্ত দাও"।

এই প্রশ্ন যে কেবল এই সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলিরই ভাগ্য নির্ধারণ করিবে তাহা নহে; সমগ্র মানব পরিবারের নিকট ইহা প্রশ্ন তুলিয়াছে যে আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে কোন নিয়মতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র—জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার—তাহার ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখিতে পারে কি পারে না? ইহা এই প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়াছে যে মুষ্টিমেয় অসন্তুষ্ট ব্যক্তি সংখ্যায় যাহারা এতই নগণ্য যে সংবিধানসম্মত আইন অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সাধ্যও তাহাদের নাই, তাহারা কখনও বর্তমানে যে সকল অজুহাত দেখান হইয়াছে সেই সকল বা অপর কোন, অজুহাত দেখাইয়া, বা যথেচ্ছভাবে কোন অজুহাত না দেখাইয়া, তাহাদের

সরকার ভাঙ্গিতে পারে কি না, এবং এইরূপে পৃথিবী হইতে স্বাধীন সরকারের অবসান ঘটাইতে পারে কি না। আমাদের সকলের সম্মুখে এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে ঃ "সকল সাধারণ-তন্ত্রেই কি এই সাংঘাতিক দুর্বলতা সহজাত হইয়া আছে ?" "শক্তিশালী হইলেই জনসাধারণের স্বাধীনতা খর্ব করিবে ; আর না হয়তো এরূপ দুর্বল হইবে যে ইহার নিজের অস্তিত্বই বজায় রাখিতে পারিবে না ; সরকার কি স্বভাবতঃই এরূপ হইতে বাধ্য ?"

সমস্যাটিকে এই দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহাকে বলপ্রয়োগে ধ্বংসের হাত হইতে বলপ্রয়োগ পূর্বক রক্ষার জন্য, সরকারের পক্ষে যুদ্ধক্ষমতা প্রয়োগ ব্যতীত গত্যন্তর নাই···

অনেক সময় বলা হয় যে আমাদের লোকায়ত সরকার একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। আমাদের জনসাধারণ ইতিমধ্যেই দুইটি ক্ষেত্রে সফল হইয়াছেন—তা'রা সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাহা পরিচালনারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। একটি সমস্যা এখনও রহিয়াছে—উহাকে উচ্ছেদের জন্য শক্তিশালী আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা হইতে ইহাকে সাফল্যের সহিত রক্ষা করা। তাঁহাদের এখন বিশ্ববাসীকে দেখাইতে হইবে যে, যাঁহারা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করিতে পারেন তাঁহারা বিদ্রোহ দমনেও সমর্থ ; ব্যালট হইল বুলেটের ন্যায়সঙ্গত শান্তিপূর্ণ উত্তরাধিকারী, একবার সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে ব্যালটের সিদ্ধান্ত হইয়া গেলে পুনরায় বুলেটের আশ্রয় লইয়া সফল হওয়া যায় না ; পরবর্তী নির্বাচনের সময় আসিলে ঐ ব্যালটেরই আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত সাফল্যলাভের অন্য কোন উপায় নাই। ইহাই হইবে শান্তির মহান্ শিক্ষা ; মানুষকে ইহা শিক্ষা দিবে যে, নির্বাচনে যাহা পাওয়া যায় না যুদ্ধ করিয়াও তাহা পাওয়া সম্ভব নহে। যুদ্ধ শুরু করা যে মূর্খতা, ইহা মানুষকে এই শিক্ষাও দিতেছে।

প্রার্থনার ঘোষণাবাণী

গৃহযুদ্ধের করুণ ফলাফল যখন দেশের সর্বত্র অনুভূত হইতে লাগিল, লিঙ্কন তখন জাতীয় উপবাস এবং প্রার্থনার জন্য একটি দিবস পালনের আহ্বান জানান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক ঃ

একটি ঘোষণা

যেহেতু, কংগ্রেসের উভয় সভার একটি সংযুক্ত কমিটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, প্রেসিডেণ্ট যেন "বৎসরের একটি বিশেষ

দিনকে বিনম্র চিত্তে প্রার্থনা ও উপবাসের দিবসরূপে ধার্য করার সুপারিশ করেন। মার্কিন জনগণ পবিত্র ধর্মীয় আচারাদি অনুষ্ঠান করিয়া এই দিনটিতে সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের নিকট এই রাজ্যগুলির নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিমিত্ত এবং তাঁহার আশীর্বাদ যাহাতে জনগণের উপর বর্ষিত হয় ও শান্তি যাহাতে দ্রুত ফিরিয়া আসে তাহার জন্য প্রার্থনা করিবেন" :

এবং যেহেতু সর্বদা সকল মানুষের পক্ষে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থাকে স্বীকার করা এবং শ্রদ্ধা করা কর্তব্য ; তাঁহার ভৎর্সনাবলী সবিনয় আনুগত্যের সহিত মানিয়া লওয়া কর্তব্য ; ভগবতভীরুতা হইতেই জ্ঞানের উন্মেষ এই বিশ্বাসে সকল পাপ এবং অপরাধ স্বীকার করা এবং তজ্জন্য অনুশোচনা করা কর্তব্য, এবং তাহাদের অতীত অপরাধের জন্য এবং তাহাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত কাজের জন্য অনুতপ্তচিত্তে এবং আগ্রহাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করা কর্তব্য :

এবং যেহেতু ঈশ্বরের আশীর্বাদে একদা ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধিশালী এবং সুখী আমাদের এই প্রিয় দেশ এখন দলাদলি এবং গৃহযুদ্ধে পীড়িত, এই দুর্যোগ ভগবানেরই অভিপ্রেত ইহা আমাদের স্বীকার করা উচিত, এবং জাতি হিসাবে আমাদের নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং অপরাধগুলি বিষণ্ণচিত্তে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট নত হইয়া করুণা ভিক্ষা করা উচিত—প্রার্থনা জানান উচিত যাহাতে ভবিষ্যতের প্রাপ্য শাস্তি হইতে রেহাই পাই ; আমাদের বিস্তৃত দেশের সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা এবং আইনানুবর্তিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার আশীর্বাদলাভে সক্ষম হই ; এবং তাঁহার নির্দেশে এবং আশীর্বাদে এবং আমাদের পিতৃপুরুষগণের শ্রম এবং ক্লেশে অর্জিত আমাদের অমূল্য সামাজিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা যেন পূর্বগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় :

অতএব, আমি, এব্রাহাম লিঙ্কন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবার দিনটিকে জাতির সকল লোকের নতি স্বীকার, প্রার্থনা এবং উপবাস পালনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। আমি সকলকে—বিশেষতঃ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ধর্মগুরু এবং প্রচারকদিগকে এবং পরিবারপ্রধানদিগকে—আকুলভাবে অনুরোধ জানাইতেছি যে ধর্মমত এবং বিশ্বাস অনুযায়ী, সবিনয়ে এবং ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষা করিয়া যেন সেই দিবসটি পালন করেন, এই উদ্দেশ্যে যে জাতির সম্মিলিত প্রার্থনা যেন করুণাময় ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায় এবং আমাদের দেশের উপর যেন তাঁহার করুণাধারা অবিরত বর্ষিত হইতে থাকে।

সাক্ষ্যস্বরূপ, ১৮৬১ সালের, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ৮৬তম বৎসরের, ১২ই আগষ্ট এতদ্বারা আমার স্বাক্ষর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীলমোহর অঙ্কিত করিলাম।

এ. লিঙ্কন

মূলধন এবং শ্রম প্রসঙ্গে

১৮৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নিকট প্রথম বার্ষিক বাণীতে লিঙ্কন যুদ্ধের বিষয়টি ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বিষয় দেশের কল্যাণের সহিত সম্পর্কিত সেগুলির বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে ছিল মূলধন ও শ্রম।

…শ্রম মূলধন হইতে স্বতন্ত্র এবং পূর্বগামী। মূলধন শ্রমেরই ফল, প্রথমে শ্রম না থাকিলে মূলধন থাকিতে পারিত না। শ্রম মূলধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সেহেতু অধিকতর মূল্যবান। মূলধনের অধিকার রহিয়াছে—অন্যান্য অধিকারের মতই যেগুলি রক্ষার যোগ্য। একথা অস্বীকার করা যায় না যে মূলধন এবং শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে এবং হয়তো চিরকালই থাকিবে—যে সম্পর্ক পরস্পরের হিতকর। সেই সম্পর্কের মধ্যেই সমাজের সকল শ্রম রহিয়াছে এই ধারণাটিই ভুল। মুষ্টিমেয় লোকের মূলধন আছে, ইহা দ্বারা তাহারা শ্রম এড়াইয়া যাইতে পারে এবং ঐ মূলধনের সাহায্যে তাহারা অপর কয়েকজন ব্যক্তিকে তাহাদের কাজ করিয়া দিবার জন্য ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে পারে। জনসাধারণের অধিকাংশ দুইদলের কোন দলেই পড়ে না—তাহারা অপরের কাজ করে না বা অপরকে দিয়া নিজের কাজ করাইয়া লয় না। দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ রাষ্ট্রে বর্ণনির্বিশেষে জনসংখ্যার অধিকাংশ দাসও নহে, প্রভুও নহে। মানুষেরা তাহাদের পরিবার পরিজন—স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাসহ নিজ নিজ কৃষিক্ষেত্রে, বাড়ীতে, দোকানে নিজ নিজ কাজ করে, উৎপন্নদ্রব্যের সম্পূর্ণ অংশই তাহারা নিজেরা লয় এবং মূলধন বা দাসশ্রমিক বা মজুরী শ্রমিক কাহারও দয়ার উপর নির্ভর করে না। অনেকে শ্রমের সহিত মূলধন মিশ্রিত করে—অর্থাৎ তাহারা নিজের হাতে কাজ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জন্য অপরের শ্রম ক্রয় অথবা ভাড়া করে—একথা আমার স্মরণে আছে; কিন্তু ইহা একটি মিশ্রিত শ্রেণী—কোন বিশিষ্ট শ্রেণী নহে।

পুনরায়, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্বাধীন মজুরী শ্রমিক সেই অবস্থায় চিরজীবনের মত আবদ্ধ থাকিবে এমন কোন স্বাভাবিক নিয়ম নাই। এই সকল রাষ্ট্রে বহু স্বাধীন ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা নিজের জীবনে কয়েকবৎসর পূর্বেও মজুরী শ্রমিক ছিলেন। জীবনের পথে যাত্রা আরম্ভকারী নিঃস্ব অথচ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কিছুকাল মজুরীর বিনিময়ে শ্রম করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করেন ও তদ্দ্বারা যন্ত্রপাতি বা জমি ক্রয় করেন; আরও কিছুকাল নিজে শ্রম করিয়া অবশেষে আর একজন নূতন শিক্ষানবীশকে সাহায্যের জন্য ভাড়া করেন। ইহাই হইল ন্যায্য, স্বাধীন এবং সমৃদ্ধশালী প্রথা যাহা সকলের সম্মুখে দ্বার অবারিত রাখে—সকলকে আশা দেয় এবং পরিণামে দেয় শক্তি, প্রগতি এবং সকলের অবস্থার উন্নতি। যাহারা আপন শ্রমে দরিদ্র অবস্থা হইতে উঠিয়াছেন তাঁহাদের মত বিশ্বাসযোগ্য লোক কেহই নাই; নিজেদের শ্রমে সাধু

উপায়ে তাঁহারা যাহা উপার্জন করিতে পারেন নাই এরূপ জিনিষ লইতে বা স্পর্শ করিতে তাঁহাদের মত অনিচ্ছা আর কাহারও নাই···

ফেডারেল ডিষ্ট্রিক্টে দাসদের মুক্তিদান

১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী যেথায় অবস্থিত সেই ফেডারেল ডিষ্ট্রীক্টে দাসদের মুক্তিদান করিয়া দাসপ্রথা অবসানের পথে প্রথম পদক্ষেপ করে। লিঙ্কন অবিলম্বে আইনটি স্বাক্ষর করেন এবং সেই মর্মে কংগ্রেসকে জানান।

সিনেট এবং প্রতিনিধি সভার সহ-নাগরিকবৃন্দ ঃ

"কলম্বিয়া জেলায় বাধ্যতামূলক কর্মে বা শ্রমে নিযুক্ত কতিপয় ব্যক্তির মুক্তিদান সংক্রান্ত একটি আইন" শীর্ষক আইনটি আজ অনুমোদিত এবং স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

এই জেলা হইতে দাসপ্রথা বিলোপের সংবিধানসম্মত অধিকার যে কংগ্রেসের রহিয়াছে সে বিষয়ে আমার কখনও সন্দেহ ছিল না ; আমি সর্বদাই চাহিয়াছিলাম যেন কোন সন্তোষজনক উপায়ে জাতীয় রাজধানী হইতে এই প্রথা দূর হয়। সুতরাং, কেবলমাত্র সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার উপযোগিতা সম্পর্কে আমার মনে কখনও কোন প্রশ্ন ছিল না। এই আইনের ভিতরে বা বাহিরে যে সকল বিষয় রহিয়াছে যাহা আমার বিবেচনা অনুযায়ী অধিকতর সন্তোষজনক কোন পথ ধরিয়া চলিতে পারিত বা রূপ পরিগ্রহণ করিতে পারিত, আমি এখানে সেগুলির উল্লেখ করিতে চাহিনা···

মুক্তি ঘোষণা

১৮৬২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর লিঙ্কন তাঁহার মন্ত্রণা পরিষদের এক অধিবেশন আহ্বান করিয়া তাঁহার লেখা একটি দলিল পাঠ করেন। ইহাই যুগান্তকারী মুক্তি ঘোষণা।

আমি, এব্রাহাম লিঙ্কন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং উহার সৈন্য ও নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, এতদ্বারা ঘোষণা প্রকাশ করিতেছি যে, পূর্বের ন্যায় অতঃপরও যে সকল রাষ্ট্রে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংবিধানসম্মত সম্পর্ক ছিন্ন বা ব্যাহত হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সেই সকল রাষ্ট্রের সহিত সেই সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া হইবে।

আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আমার উদ্দেশ্য হইল কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে, যে সকল রাষ্ট্রের জনগণ তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত থাকিবে না এবং যে সকল রাষ্ট্র সেই সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় অবিলম্বে বা ধীরে ধীরে স্ব স্ব সীমানার মধ্যে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করিবে ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হইবে সেই সকল রাষ্ট্রগুলিকে, তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী, আর্থিক সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করা···

আমাদের প্রভুর জন্মের এক সহস্র আটশত ত্রিষষ্টিতম বৎসরের জানুয়ারীর প্রথম দিনে, যেসব ব্যক্তি রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত অংশে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহরত থাকিবে তথায় ক্রীতদাসরূপে ধৃত সকল ব্যক্তি তখন হইতেই এবং চিরকালের মত স্বাধীন হইবে; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক সরকার, তাহার সামরিক এবং নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষসহ, এই সকল ব্যক্তিদের বা ব্যক্তির স্বাধীনতা, এবং উহা কার্যকরী করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টা [বিধিসম্মত বলিয়া] স্বীকার করিবে এবং রক্ষা করিবে···

ভগবৎ অভিপ্রায় প্রসঙ্গে

হোয়াইট হাউসে থাকার সময়েও লিঙ্কন তাঁহার চিন্তাধারাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার সময় করিয়া লইতেন। একটির পর একটি পরাজয় এবং হতাশার মধ্যে যুদ্ধ কোনমতে চলিতেছিল এমন সময় ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে তাঁহার চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছাই কার্যকরী হয়। গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উভয় পক্ষই দাবী করে যে তাহারা ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য করিয়া যাইতেছে। হয়তো উভয় পক্ষই, অন্ততঃ এক পক্ষ অবশ্যই ভ্রান্ত। একই সময় ভগবান একই জিনিষের পক্ষে বা বিপক্ষে থাকিতে পারেন না। বর্তমান গৃহযুদ্ধে ভগবানের হয়তো এমন কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে যাহা উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য হইতে পৃথক; তথাপি তাঁহার অভিপ্রায়কে কার্যকরী করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হইল মানুষ। আমি একথাও বলিতে সম্মত আছি যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভগবানেরই ইচ্ছা এবং তাঁহারই ইচ্ছায় ইহার সমাপ্তি এখনও ঘটে নাই ইহা সম্ভবতঃ সত্য। বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনের উপর তাঁহার অসীম ক্ষমতার প্রভাব দ্বারাই তিনি মানবিক দ্বন্দ্ব

ব্যতিরেকে এই ইউনিয়নকে রক্ষা করিতে বা ধ্বংস করিতে পারিতেন। কিন্তু তথাপি দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। আরম্ভ হইবার পরও তিনি যে কোন পক্ষকেই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী করিতে পারিতেন। কিন্তু দ্বন্দ্ব তথাপি চলিতেছে।

দাস মালিকদের ক্ষতিপূরণ

১৮৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নিকট দ্বিতীয় বার্ষিক বাণীতে লিঙ্কন, মুক্তি ঘোষণার প্রদত্ত আশ্বাস অনুযায়ী, সংবিধানের একটি সংশোধনীর জন্য প্রস্তাব করেন যাহাতে ফেডারেল সরকার স্বেচ্ছায় দাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধনকারী রাষ্ট্রগুলিকে সকল দাসের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন। তখনও তাঁহার আশা ছিল যে যুক্তি এবং সদিচ্ছার দ্বারা দাস রাষ্ট্রগুলিকে ইউনিয়নের মধ্যে ফিরাইয়া আনা যাইবে; সেই আশা স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহার বাণীতে ঃ

…আমার বিশ্বাস কেবলমাত্র শক্তিপ্রয়োগ সাধন অপেক্ষা এই পরিকল্পনার মাধ্যমে অধিকতর দ্রুতভাবে শান্তি স্থাপন, এবং অধিকতর স্থায়ীভাবে তাহা রক্ষা করা যাইবে…

আমার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে যুদ্ধের স্থায়িত্ব যে হ্রাস পাইবে এবং অর্থ ও রক্তক্ষয় যে সংকুচিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? ইহাতে সন্দেহ আছে কি যে ইহার ফলে জাতীয় কর্তৃত্ব ও জাতীয় সমৃদ্ধির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঘটিবে এবং উভয়ই চিরস্থায়ী হইবে? আমরা—কংগ্রেস এবং কার্যনির্বাহক [সরকার]—যে ইহা গ্রহণ করিতে পারি তাহাতে সন্দেহ আছে কি? সৎ নাগরিকগণ কি আমাদের সম্মিলিত এবং অকুণ্ঠিত আবেদনে সাড়া দিবেন না? আমরা বা নাগরিকগণ কি অন্য কোন উপায়ে এরূপ নিশ্চিতভাবে এবং এরূপ দ্রুততার সহিত এই অত্যাবশ্যকীয় উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিতে পারিব? কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ ভাবেই আমরা সাফল্যলাভ করিতে পারি। "আমাদের মধ্যে কেহ ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু কল্পনা করিতে পারেন কিনা" তাহা প্রশ্ন নহে; প্রশ্ন হইল "আমরা সকলে মিলিয়া আরও ভাল কিছু করিতে পারি কি?" উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, যতকিছু আপত্তিই উঠুক না কেন তবুও একই প্রশ্ন বারংবার দেখা দেয়ঃ "আমরা কি আরও ভাল করিতে পারি?" শান্ত অতীতের উপদেশবাক্যগুলি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বর্তমানের পক্ষে অনুপযোগী। সমস্যা বহুবিধ; কিন্তু আমাদিগকে উহাদের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমাদের বিষয়টি নূতন; সুতরাং আমাদিগকে নূতনভাবে চিন্তা করিতে হইবে, নূতনভাবে কাজ করিতে হইবে। আমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইতে হইবে; কেবল তখনই আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

নাগরিক বন্ধুগণ, আমরা ইতিহাসকে পাশ কাটাইয়া যাইতে পারিব না। আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কংগ্রেসের ও প্রশাসন বিভাগের আমরা স্মরণীয় হইয়া থাকিব। কোন ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি, বা তাহার অভাব, আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। যে অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি তাহার আলোকে অন্তিম কাল পর্যন্ত আমরা সম্মানের স্থানে, বা অসম্মানের স্থানে, প্রতিভাত হইব। আমরা বলি আমরা ইউনিয়নের পক্ষে। আমরা যে একথা বলি পৃথিবী তাহা ভুলিবে না। আমরা জানি কী ভাবে ইউনিয়নকে রক্ষা করা যায়। পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই জানে ইউনিয়নকে রক্ষার উপায় আমরা জানি। আমাদের হাতে —এমন কি আমরা যাহারা এই স্থানে রহিয়াছি তাহাদেরই হাতে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব রহিয়াছে। দাসকে স্বাধীনতা দিয়া আমরা স্বাধীন মানুষের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করিতেছি—দেওয়া এবং লওয়া উভয়ই সমান সম্মানের কাজ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আশা, হয় আমরা মহতের ন্যায় রক্ষা করিব আর না হয় নীচের ন্যায় হারাইব। অন্য উপায়ে সফলতা ঘটিতে পারে বটে ; কিন্তু এই উপায় ব্যর্থ হইতে পারে না। পথ মসৃণ, শান্তিপূর্ণ, অবারিত এবং ন্যায়সঙ্গত—যে পথে চলিলে বিশ্ববাসী চিরকাল সরবে প্রশংসা করিবে এবং ভগবানও আশীর্বাদ করিবেন।

জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র

যুদ্ধের প্রথম বৎসরগুলিতে তাঁহার সেনাপতিদের নেতৃত্বের ব্যর্থতায় লিঙ্কনের নৈরাশ্য ইতিহাসে সুবিদিত। একবার সেনাপতি বদলের সময় নবনিযুক্ত সেনাপতিকে তিনি একটি স্বভাবসিদ্ধ অকপট পত্র লেখেন।

এক্সিকিউটিভ ম্যানসন,
ওয়াশিংটন, জানুয়ারী ২৬, ১৮৬৩

মেজর-জেনারেল হুকার
জেনারেল,

আমি আপনাকে পোটোম্যাকের সৈন্যদলের অধিনায়কপদে নিযুক্ত করিয়াছি ; অবশ্য সঙ্গত বোধেই আমি তাহা করিয়াছি। তথাপি আপনার পক্ষে জানিয়া রাখা ভাল যে কয়েকটি ব্যাপারে আমি আপনার কাজে সন্তুষ্ট নহি। আমি আপনাকে সুদক্ষ এবং সাহসী যোদ্ধা বলিয়া মনে করি ; অবশ্যই ইহা আমি পছন্দ করি। আমি আরও মনে করি যে আপনি

আপনার কাজের সহিত রাজনীতিকে জড়াইয়া ফেলেন না—এ ক্ষেত্রেও আপনার আচরণ যথার্থ। আপনার আত্মবিশ্বাস রহিয়াছে; ইহা একটি মূল্যবান—বলিতে গেলে অপরিহার্য —গুণ। আপনি উচ্চাকাঙ্খী—অযৌক্তিক না হইলে ইহাতে ক্ষতি অপেক্ষা ভালই হয়। কিন্তু আমি মনে করি জেনারেল বার্ণসাইড সেনাপতি থাকাকালে আপনি উচ্চাকাঙ্খার বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে দেশের নিকট এবং একজন শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন এবং মাননীয় সহকর্মীর প্রতি অন্যায় করিয়াছেন। বিশ্বাসযোগ্য মহল হইতে শুনিয়াছি যে আপনি সম্প্রতি বলিতেছেন সৈন্যবাহিনী এবং সরকারের প্রয়োজন একজন ডিক্টেটরের। অবশ্য এইরূপ বলার জন্য আমি আপনাকে সেনাপতি করি নাই; তবে এইরূপ বলেন ইহা জানিয়া শুনিয়াই আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কেবল বিজয়ী সেনানায়কেরাই ডিক্টেটরী প্রবর্তন করিতে পারে। আমি আপনাকে সামরিক সাফল্যের জন্য অনুরোধ করিতেছি; আমি ডিক্টেটরী শাসনের ঝুঁকি লইব। সরকার যথাসাধ্য আপনাকে সমর্থন করিবে—পূর্ববর্তী সকল সেনাপতিকেই সেই সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও দেওয়া হইবে। আমার বিশেষ ভয় হয় যে সেনাপতিকে সমালোচনা করার এবং তাহার নির্দেশ অমান্য করার যে মনোভাব আপনি সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন এক্ষণে তাহা আপনারই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে। ইহা দমনের জন্য আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। সেনাবাহিনীর মনোভাব এরূপ হইলে আপনি কেন, বাঁচিয়া থাকিলে স্বয়ং নেপোলিয়নও তাহাকে লইয়া কোন মহৎ কার্য করিতে সক্ষম হইতেন না।

অতএব হঠকারী হইবেন না। হঠকারিতা প্রদর্শন না করিয়া শক্তি এবং বিনিদ্র সতর্কতার সহিত অগ্রসর হউন এবং আমাদিগকে জয়যুক্ত করুন।

ভবদীয়—

এ. লিঙ্কন

ধন্যবাদজ্ঞাপন দিবস ঘোষণা

যুদ্ধের দুঃখ এবং দুর্বিপাকের মধ্যে লিঙ্কন জাতিকে ভগবানের যে আশীর্বাদ তাহাদের উপর বর্ষিত হইতেছে তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের নিমিত্ত একটি দিন পৃথক করিয়া রাখার আহ্বান জানান। এই ভাবেই ধন্যবাদজ্ঞাপন দিবস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি জাতীয় ছুটীর দিনরূপে ধার্য হইবার নজীর সৃষ্টি হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক ঃ

একটি ঘোষণা

যে বৎসর অবসান হইতে চলিয়াছে তাহা শস্যশ্যামল ক্ষেত্র এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ায় আশীর্বাদপুষ্ট। এই সকল প্রাচুর্য উপভোগ করিতে আমরা এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছি যে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি কোথা হইতে এগুলি আসিতেছে। এই প্রাচুর্যের সহিত আরও বহুতর জিনিষের সংযোগ ঘটিয়াছে যাহা এরূপ অসাধারণ যে সর্বশক্তিমান ভগবানের সতর্ক বিধান সম্পর্কে সতত অজ্ঞ হৃদয়ও তাহার অনুপ্রবেশে কোমল না হইয়া পারে না। এই গৃহযুদ্ধ—যাহার বিস্তৃতি এবং প্রচণ্ডতা অভূতপূর্ব—ইহা বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে তাহাদের আক্রমণস্পৃহা চরিতার্থ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে; কিন্তু সে অবস্থাতেও সকল দেশের সহিত শান্তি বজায় রহিয়াছে, শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আইনের বিধানসমূহ প্রতিপালিত হইয়াছে; একমাত্র সামরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্র ব্যতীত একতা বজায় থাকিয়াছে; এবং ইউনিয়নের সৈন্য ও নৌ বাহিনীর অগ্রগতির ফলে সেই রণভূমিও ক্রমশঃই সংকুচিত হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ শিল্প হইতে জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সম্পদ এবং শক্তি প্রয়োজনানুযায়ী স্থানান্তরিত হইলেও লাঙল, তাঁত বা জাহাজ অচল থাকে নাই; কুঠার আমাদের বসতির সীমা বিস্তৃততর করিয়াছে এবং লৌহ, কয়লা এবং মূল্যবান ধাতুগুলির খনি হইতে পূর্বাপেক্ষা প্রচুর সম্পদ আহৃত হইয়াছে। রণক্ষেত্রে, অবরোধের ফলে এবং বাহিনীতে ক্ষয় ক্ষতি সত্ত্বেও জনসংখ্যা নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এবং বর্ধিত শক্তি ও সামর্থ্যের চেতনায় আনন্দাকুল দেশের সম্মুখে সময়ের সহিত স্বাধীনতা বৃদ্ধির আশা দেখা দিয়াছে। এই সকল মহৎ কার্য কোন মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত বা বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। এগুলি শ্রেষ্ঠপুরুষ ভগবানের দয়ার দান; তিনি আমাদের পাপের জন্য আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেও আমাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হ'ন নাই। সমগ্র মার্কিন জাতির এক প্রাণে এবং এক বাক্যে ভগবানের এই দানকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে গাম্ভীর্য এবং শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করা কর্তব্য। অতএব আগামী নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবার স্বর্গস্থিত আমাদের সহৃদয় পরম পিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র, এবং বিদেশে এবং সমুদ্রবক্ষে, আমার স্বদেশবাসীদিগকে আহ্বান জানাইতেছি। এই অত্যাশ্চর্য পরিত্রাণ এবং আশীর্বাদের জন্য এই প্রাপ্য পূজা তাঁহাকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার স্বদেশবাসীদিগকে অনুরোধ করিব যে তাঁহারা আমাদের জাতীয় উন্মার্গগামিতার জন্য সানুনয় অনুশোচনা জানাইয়া, আমরা অনিবার্যরূপে যে শোকাবহ অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত রহিয়াছি তাহাতে যাহারা বিধবা, অনাথ হইয়া বা অন্যভাবে শোকগ্রস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের জন্য ভগবানের সদয় আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন; এবং জাতীয় ক্ষত আরোগ্যের জন্য এবং স্বর্গীয় বিধান অনুযায়ী যথাশীঘ্র শান্তি, ঐক্য, প্রশান্তি এবং ইউনিয়ন পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তিমানের হস্তক্ষেপের জন্য আকুল আবেদন করেন।

সাক্ষ্যস্বরূপ ইহাতে আমি আমার স্বাক্ষর এবং যুক্তরাষ্ট্রের সীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দিলাম।

আমাদের প্রভুর [জন্মের] এক সহস্র আটশত ত্রিষষ্টিতম, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার অষ্ট-অশীতিতম, বৎসরের ৩রা অক্টোবর ওয়াশিংটন নগরীতে এই ঘোষণা কৃত হইল।

এব্রাহাম লিঙ্কন

গেটীসবার্গ বক্তৃতা

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর লিঙ্কন পেনসিলভ্যানিয়ার অন্তর্গত গেটীসবার্গে একটি সমাধিক্ষেত্র উৎসর্গ করিতে যান। সে যুগের বিখ্যাত বাগ্মী এডওয়ার্ড এভারেট প্রধান বক্তা ছিলেন; প্রেসিডেন্টকেও কয়েকটি কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই মন্তব্যগুলিই ইতিহাসে গেটীসবার্গ বক্তৃতা হিসাবে খ্যাত হইয়াছে।

সাতাশী বৎসর পূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণ এই মহাদেশে একটি নূতন জাতির প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতায় ইহার উদ্ভব এবং সকল মানুষ সমভাবে সৃষ্ট হইয়াছে এই নীতির প্রতি ইহা উৎসর্গীকৃত।

আমরা এখন এক মহান গৃহযুদ্ধে রত থাকিয়া পরীক্ষা করিতেছি যে সেই জাতি, বা অনুরূপভাবে কল্পিত এবং উৎসর্গীকৃত কোন জাতিই দীর্ঘকাল টিকিতে পারে কি না। আমরা সেই যুদ্ধের এক বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সেই জাতি যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেজন্য এখানে যাঁহারা জীবন দান করিয়াছেন তাঁহাদের অন্তিম বিশ্রামের স্থান হিসাবে আমরা সেই ক্ষেত্রের একাংশ উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি। ইহা করা বিশেষ সঙ্গত এবং সমুচিত।

কিন্তু এক অর্থে আমরা এই জমি উৎসর্গ করিতে পারি না—নিবেদন করিতে পারি না—পবিত্র করিতে পারি না। জীবিত বা মৃত যে সাহসী ব্যক্তিগণ এই স্থানে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহারা ইহাকে যে পবিত্রতা দান করিয়াছেন তাহা বাড়ান অথবা কমান আমাদের সাধারণ শক্তির সাধ্যাতীত। এখানে আমরা কি বলি বিশ্ববাসী তাহা লক্ষ্য করিলে অধিকদিন মনে রাখিবে না; কিন্তু তাঁহারা এখানে যাহা করিয়াছিলেন বিশ্ববাসী তাহা কখনও ভুলিবে না। এখানে যুদ্ধ করিয়া যে উদ্দেশ্যকে তাঁহারা মহতের ন্যায় এতদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, আমরা যাহারা জীবিত রহিয়াছি আমাদের কর্তব্য সেই

আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করা। আমাদের সম্মুখে যে মহান্ কর্তব্য রহিয়াছে সেই কর্তব্যের প্রতি আমাদের নিজেদেরই উৎসর্গ করা উচিত—যে উদ্দেশ্যের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের আনুগত্যের শেষ কণাটি পর্যন্ত দিয়াছেন, মৃত মহাত্মনদের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা যেন সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করিতে উদ্বদ্ধ হই, যেন আমরা এখানে সংকল্প গ্রহণ করি যে তাঁহাদের মৃত্যু বিফল হইতে দিব না—যেন ভগবানের অধীন এই দেশে স্বাধীনতার পুনর্জন্ম ঘটে—যেন পৃথিবী হইতে জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা গঠিত জনগণের সরকার ধ্বংস না হয়।

মানবদরদী লিঙ্কন

প্রেসিডেণ্ট পদের দায়িত্বের গুরুভার বহন করার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্কন প্রায়শঃই অখ্যাত, সাধারণ নরনারী যাহারা তাঁহার মানবতাবোধের নিকট আবেদন করিত, তাহাদের পক্ষ হইয়া হস্তক্ষেপ করিতেন।

এক্সিকিউটিভ্ ম্যানসন,
ওয়াশিংটন, মার্চ ১, ১৮৬৪।

মাননীয় সমরসচিব—

প্রিয় মহাশয়,

বেয়ার্ড নাম্নী জনৈকা দরিদ্র বিধবার এক পুত্র সেনাবাহিনীতে কাজ করে; কোন অপরাধের জন্য শাস্তি হিসাবে তাহাকে দীর্ঘকাল বিনা বেতনে, বা অতি সামান্য বেতনে কাজের দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। বেতন না দিয়া এরূপ শাস্তিবিধান আমি পছন্দ করিনা—দরিদ্র পরিবারগুলি ইহাতে বিশেষভাবে ক্লেশ পায়। সে কয়েকমাস এভাবে কাজ করার পর তাহার মাতার অশ্রুকাতর আবেদনে আমি নির্দেশ দিই যেন তাহাকে চাকুরীর পূর্ব সর্ত অনুযায়ী নূতন ভাবে কাজে নিয়োগ করা হয়। তাহার মাতা এখন আসিয়া বলিতেছে যে ঐ নির্দেশ কার্যকরী করাইতে পারিতেছে না। অনুগ্রহ করিয়া উহা কার্যকরী করুন।

ভবদীয়—
এ. লিঙ্কন।

স্বাধীনতা সম্পর্কে অভিমত

১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাসে বাল্টিমোরে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় এক মেলাতে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে হৃদয়গ্রাহী রূপক প্রয়োগে লিঙ্কনের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত স্বাধীনতার কোন যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপিত হয় নাই। বর্তমান ক্ষণে আমেরিকার জনগণের নিকট এরূপ একটি সংজ্ঞার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। আমরা সকলেই স্বাধীনতার পক্ষে বলিয়া ঘোষণা করি; কিন্তু একই **শব্দ** আমরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করি। কাহারও নিকট স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ হইল তাহার ইচ্ছামত চলিবার এবং ইচ্ছামত নিজের শ্রমার্জিত ফল ভোগের অধিকার থাকা; আবার কাহারও অভিমতে এই শব্দটির অর্থ হইল আপন আপন খুসীমত অপরের সহিত ব্যবহার করার এবং অপরের শ্রমের ফল ভোগ করার অধিকার থাকা। এখানে—কেবল স্বতন্ত্র তাহাই নহে সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী—দুইটি জিনিষ, একই—স্বাধীনতা—নামে অভিহিত হইতেছে। এবং উভয় পক্ষই জিনিষ দুইটিকে বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী নামে—স্বাধীনতা ও স্বৈরতন্ত্র নামে অভিহিত করিতেছে।

নেকড়ের থাবা হইতে রক্ষা করার জন্য মেষশাবক মেষপালককে **মুক্তিদাতা** হিসাবে কৃতজ্ঞতা জানায়; অপরপক্ষে এই একই কাজের জন্য নেকড়ে স্বাধীনতা ধ্বংসকারী বলিয়া মেষপালককে গালাগালি করে—বিশেষ মেষটি কাল ছিল বলিয়া। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে স্বাধীনতা শব্দটির সংজ্ঞা সম্পর্কে মেষ ও নেকড়ের মধ্যে কোন মতৈক্য নাই; মানবজাতির মধ্যে ঠিক একই ধরণের পার্থক্য রহিয়াছে—আমরা যাহারা উত্তরে থাকি এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তার দোহাই দেই তাহাদের মধ্যেও। এই কারণেই আমরা আজ দেখিতেছি যে, যে উপায়ে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক বন্ধনমুক্ত হইতেছে কেহ কেহ তাহাকে স্বাধীনতার অগ্রগতিরূপে অভিনন্দিত করিতেছে; আর একদল তাহাকে স্বাধীনতার মৃত্যু বলিয়া বিলাপ করিতেছে।

অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের প্রতি

১৮৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে যুদ্ধের গতি অবশেষে ইউনিয়নের অনুকূলে আসিল; লিঙ্কনও পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন লাভ করিলেন। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি অবসর গ্রহণকারী সৈন্যদলের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন।

আপনারা পরিবার ও প্রিয়জনের নিকট ফিরিয়া যাইতেছেন। আমরা বর্তমানে যে মহাসংগ্রামে নিরত আছি তাহাতে আপনারা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন সেজন্য আমি আমার এবং দেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। যখনই আমি সৈন্যদের নিকট কোন কথা বলিবার সুযোগ পাই তখন সর্বদাই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের গুরুত্ব সম্পর্কে তাহাদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করিতে চেষ্টা করি। এই মহান এবং স্বাধীন সরকার যাহা আমরা সারাজীবন ধরিয়া ভোগ করিয়াছি তাহাকে, কেবলমাত্র আজিকার দিনের জন্য নহে অনাগত সকল দিনের জন্যই যেন আমাদের বংশধরদের জন্য স্থায়ী করিয়া যাইতে পারি। আমি আপনাদিগকে এই কথাটি স্মরণ রাখিবার জন্য মিনতি করিতেছি —কেবলমাত্র আমার জন্য নহে, আপনাদের নিজেদের জন্যও। দৈবাৎ সাময়িকভাবে আমি বৃহৎ হোয়াইট হাউস অধিকার করিয়া রহিয়াছি। আমার পিতার সন্তানের মত আপনাদের সন্তানগণও যে এখানে আসিবার আশা করিতে পারে আমিই তাহার জীবন্ত সাক্ষী। এই স্বাধীন সরকার যাহা আমরা ভোগ করিয়াছি— ইহার মাধ্যমে আপনাদের অধ্যবসায়, উদ্যম এবং বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের অবারিত ক্ষেত্র এবং উপযুক্ত সুযোগ থাকা উচিত ; সুযোগ থাকা উচিত জীবনের গতিপথে আপনাদের বাঞ্ছনীয় মানবিক আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়ার। যাহাতে আমরা আমাদের জন্মস্বত্ব না হারাই সেজন্য এই সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে—কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য নহে, দুই বা তিন বৎসরের জন্য। জাতির এই অমূল্য রত্ন সুরক্ষিত করার জন্য যুদ্ধ করা অনুচিত কার্য নহে।

স্বর্গীয় নির্দেশ সম্পর্কে

১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে এক বন্ধুকে লিখিত পত্রে যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে কোন্ বিশ্বাস তাঁহাকে অনুপ্রেরণা জোগায় তাহা প্রকাশ করেন।

এক্সিকিউটিভ্ ম্যানসন,
ওয়াশিংটন, সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৬৪।

এলিজা পি, গার্ণী,
পরম সুহৃদ্বরেষু,

দুই বৎসর পূর্বে একদিন শনিবার সকালে যখন আপনি স্বয়ং কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন সেই স্মরণীয় ঘটনা আমি ভুলি নাই—সম্ভবতঃ কখনও ভুলিব না। এক বৎসর পর আপনি যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন তাহাও ভুলি নাই। সর্ব-ক্ষেত্রেই আপনি ভগবানের উপর আমার আস্থা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

নিরন্তর প্রার্থনা এবং সান্ত্বনাবাণীর জন্য এই দেশের সৎ খৃষ্টান্ জনসাধারণের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ—আপনার নিকট যেমন অপর কাহারও নিকট সেরূপ নহে। সর্বশক্তিমানের অভিপ্রায় সমূহ নিষ্কলঙ্ক, এবং তাহা প্রাধান্যলাভ করিবেই, যদিও ভ্রান্ত, নশ্বর মানব আমরা অগ্রে তাহা অনুধাবন করিতে পারি না। বহু পূর্বেই আমরা এই যুদ্ধের সুখকর পরিণতি ঘটিবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম ; কিন্তু ভগবান সর্বাপেক্ষা ভাল বোঝেন এবং তিনি অন্য বিধান করিয়াছেন। তথাপি আমরা তাঁহার বিচক্ষণতা এবং আমাদের ভ্রান্তি স্বীকার করিব। ইতিমধ্যে তিনি আমাদিগকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলোক দিয়াছেন তদনুযায়ী কার্য করিয়া যাইব এই বিশ্বাসে যে এই ভাবে কাজ করিলেই তাঁহার অভিপ্রেত লাভ সুগম হইবে। ইহা সুনিশ্চিত যে এই মহাপ্রলয়—যাহার সৃষ্টি অথবা লয় মানবের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত—হইতে কোন মহাকল্যাণ সাধন তাঁহার অভিপ্রায়।

আপনার দেশবাসিগণ—বন্ধুরা—বিশেষ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং তাহার মধ্য দিয়া চলিতেছেন। নীতি এবং বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁহারা যুদ্ধ এবং উৎপীড়ন উভয়েরই বিরোধী—কিন্তু কার্যতঃ উৎপীড়ন দূর করিতে হইলে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই কঠিন সঙ্কটে—কেহ একটি শিঙ্ ধরিয়া রহিয়াছেন, কেহ বা অন্যটি। আমাকে বিবেকের নির্বন্ধ দেখাইয়া যাঁহারা অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহাদের জন্য ন্যায়ের নিকট আমার শপথের ভিত্তিতে যথাসাধ্য করিয়াছি, এবং করিতে থাকিব। আপনি যে ইহা বিশ্বাস করেন তাহাতে আমি সন্দেহ করি না। এই বিশ্বাস লইয়া আমার দেশের জন্য এবং আমার নিজের জন্য স্বর্গস্থিত আমাদের পরমপিতার নিকট আপনার ঐকান্তিক প্রার্থনা আমি এখনও পাইব।

আপনার একান্ত বন্ধু,
এ. লিঙ্কন

অবাধ নির্বাচন

১৮৬৪ সালের নভেম্বর মাসে এক সম্বর্ধনার উত্তরদান প্রসঙ্গে লিঙ্কন তাঁহার পুনর্নির্বাচন সম্পর্কে তাঁহার নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলেন ঃ

বহুকাল যাবত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি রহিয়াছে যে, জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়াও কোন সরকার এমন বলসঞ্চয় করিতে পারে কিনা যাহাতে আপৎকালে ইহা নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে।

বর্তমান বিদ্রোহ এই বিষয়ে আমাদের সাধারণতন্ত্রকে একটি কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে। বিদ্রোহের সময় যথানিয়মে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই চাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐক্যবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহের ফলে যদি অনুরক্ত জনসাধারণের উপর সর্বাপেক্ষা বেশি চাপ পড়িয়া থাকে, তবে রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত হওয়ার ফলে আংশিক পক্ষাঘাতের দরুণ কি তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী নহে ?

কিন্তু নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল।

নির্বাচন ব্যতিরেকে স্বাধীন সরকার গঠন সম্ভব নহে, বিদ্রোহের ফলে আমরা যদি জাতীয় নির্বাচন বাতিল করিতে বা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইতাম তবে তাহাই হইত বিদ্রোহের সাফল্য এবং আমাদের ধ্বংস সূচিত হইত। নির্বাচনের বিরোধ বর্তমান ঘটনাবলীর উপর মানবচরিত্রের প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, অনুরূপ সকল ক্ষেত্রেই তাহা ঘটা উচিত। মানব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিবে না। ভবিষ্যতে কোন বিরাট পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে, তখন যাহারা উহার সম্মুখীন হইবে, তাহারাও এখনকারই মত দুর্বল, শক্ত, নির্বোধ, বুদ্ধিমান, মহান্ বা দুষ্ট হইবে। অতএব আসুন, আমরা এই ঘটনাগুলিকে অনুধাবন করি—জ্ঞানের আধার দর্শনকে যেভাবে অনুধাবন করি সেইভাবে, প্রতিশোধ গ্রহণের উপযোগী অন্যায় হিসাবে নহে।

কিন্তু নির্বাচন—আকস্মিক এবং অবাঞ্ছনীয় বিবাদ সত্ত্বেও—উপকার করিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে বিরাট গৃহযুদ্ধের মধ্যেও জনসাধারণের সরকার জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারে। এতদিন পর্যন্ত এরূপ হওয়া সম্ভব বলিয়া পৃথিবী মনে করিত না। ইহাতে আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে আমরা কত সবল এবং শক্তিশালী। ইহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে একই দলের প্রার্থীদের মধ্যেও তিনিই অধিকাংশ জনসাধারণের ভোট পাইতে পারেন যিনি ইউনিয়নের প্রতি সর্বাপেক্ষা অনুরক্ত এবং দেশদ্রোহিতার সর্বাপেক্ষা বিরোধী। এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় আমাদের যত লোক ছিল এখন তদপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক লোক আমাদের সহগামী। স্বস্থানে স্বর্ণ সুন্দর; কিন্তু জীবন্ত, সাহসী এবং দেশপ্রেমিক মানুষ স্বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

বিদ্রোহ এখনও চলিতেছে; নির্বাচন সমাধানের পর সকলে কি পুনরায় সাধারণ স্বার্থে আমাদের সকলের দেশকে রক্ষার জন্য সাধারণ প্রচেষ্টায় পুনর্মিলিত হইতে পারে না? আমার দিক হইতে এই পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং ভবিষ্যতেও সেই চেষ্টা করিয়া যাইব। যতদিন আমি এখানে আছি কখনই ইচ্ছাকৃতভাবে কাহারও বক্ষে কণ্টক রোপণ করি নাই।

পুনর্নির্বাচনের মহাসম্মান সম্পর্কে আমি গভীরভাবে সচেতন; দেশবাসীর সকলের স্বার্থে তাহাদিগকে যথার্থ উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করিয়াছি বলিয়া সর্বশক্তিমান ভগবানের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ; কিন্তু তথাপি পরিণামে অপর কেহ হতাশ হইয়াছে বা ব্যথিত হইয়াছে এই চিন্তার ফলে আমার সন্তোষ কণামাত্র বৃদ্ধি পায় না।

যাহারা আমার সহিত কোন মতানৈক্য অনুভব করে না তাহাদিগকে কি আমি অনুরোধ করিতে পারি—যাহারা আমার সহিত মতানৈক্য অনুভব করে তাহাদের প্রতি এই মনোভাব প্রদর্শনের নিমিত্ত আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য।

পরিশেষে আমাদের সাহসী সৈন্য ও নাবিকের দল এবং তাহাদের বীর এবং সুদক্ষ সেনাপতিদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

জনৈকা মাতার নিকট পত্র

জনৈকা মাতার পাঁচ পুত্র যুদ্ধে প্রাণপাত করিয়াছিল।—লিঙ্কন তাঁহার নিকট যে সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আবিষ্কৃত হইবার পর যত অধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত বংশানুক্রমে পঠিত এবং পুনর্পঠিত হইয়াছে—তাঁহার লিখিত অপর কোন চিঠিই সেরূপ হয় নাই।

এক্সিকিউটিভ ম্যানসন,

ওয়াশিংটন, নভেম্বর ২১, ১৮৬৪

প্রিয় মহোদয়া,

যুদ্ধ বিভাগের নথিপত্রে আমাকে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌-এর অ্যাডজুটেণ্ট জেনারেল-এর একটি বিবৃতি দেখান হইয়াছে যে আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মহিমান্বিতভাবে প্রাণদানকারী পাঁচ পুত্রের জননী। এইরূপ অভিভূতকারী ক্ষতির দুঃখে আপনাকে কোন সান্ত্বনাবাক্য প্রদানের চেষ্টা যে কত দুর্বল এবং নিরর্থক আমি তাহা অনুভব করি। কিন্তু যে সাধারণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য তাহারা প্রাণ দিয়াছে তাহার কৃতজ্ঞতায় যে সান্ত্বনা রহিয়াছে আমি আপনাকে তাহা না জানাইয়া পারি না।

আমি প্রার্থনা করি যেন আমাদের স্বর্গীয় পিতা আপনার দুঃখের দাহনের উপর শান্তি প্রলেপ দেন; হারানো প্রিয়পাত্রের সস্নেহ স্মৃতি এবং স্বাধীনতার বেদীমূলে অমূল্য ত্যাগের পবিত্র গর্ব আপনার থাকুক।

আপনার অতিশয় সহৃদয় এবং সশ্রদ্ধ মরমী

এ. লিঙ্কন

"সংবাদলেখক" হিসাবে

১৮৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একদিন লিঙ্কন একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে ডাকিয়া নিজের লেখা শিরোনামাযুক্ত একটি সম্পূর্ণ সংবাদ

আলেখ্য তাহার হাতে দিয়া জানান যে তিনি উহা প্রকাশ করিতে পারেন।

প্রেসিডেন্টের সর্বশেষ, ক্ষুদ্রতম এবং শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা

গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার টেনেসি হইতে দুইজন ভদ্রমহিলা আসিয়া প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানান জনসন দ্বীপে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক তাঁহাদের স্বামীদের মুক্তির জন্য। তাঁহাদিগকে শুক্রবার আসিতে বলিলে তাঁহারা সেইদিন আসেন ; তাঁহাদিগকে তখন শনিবার আসিতে বলা হয়। প্রত্যেকবারই সাক্ষাতের সময় ভদ্রমহিলাদের একজন বারবার করিয়া বলিতে থাকেন যে তাঁহার স্বামী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। শনিবারদিন প্রেসিডেন্ট বন্দীদের মুক্তির আদেশ দান করিয়া সেই মহিলাকে বলেন, "আপনি বলিতেছেন আপনার স্বামী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, তাঁহার সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে বলিবেন যে আমি বলিয়াছি যে যদিও আমি ধর্মের বিচারক নহি তথাপি আমি বলিতে চাহি যে, যে ধর্ম মানুষকে তাহাদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে এবং যুদ্ধ করিতে প্ররোচনা দেয়—শুধু এই কারণে যে তাহারা মনে করে যে **অপরের** ঘর্মসিক্ত শ্রমে **কতিপয়** লোকের রুটী সংগ্রহে সরকার যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে না—সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়া জনসাধারণ স্বর্গলাভ করিতে পারিবে না।

এ. লিঙ্কন

দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণ

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ লিঙ্কন দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টরূপে শপথ গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণ দেন। যুদ্ধ তখনও চলিতে থাকিলেও জয়ের আশা দেখা দিয়াছিল এবং লিঙ্কন "কাহারও প্রতি বিদ্বেষ না রাখিয়া,

সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া" ইউনিয়নের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার আশা করিতেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য শপথ গ্রহণের এই দ্বিতীয়বারে প্রথমবারের তুলনায় বিস্তৃত বক্তৃতা দিবার সুযোগ কম। তখন প্রস্তাবিত কার্যসূচীর আংশিকভাবে বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন ছিল। যে মহাযুদ্ধ এখনও জাতির শক্তিকে অভিভূত এবং জাতীয় অভিনিবেশকে সমাবৃত করিয়া রাখিয়াছে গত চার বৎসরে তাহার প্রতিটি বিষয় এবং স্তর সম্পর্কে প্রতিনিয়তই প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে হইয়াছে; ফলে চার বৎসর পর নূতন করিয়া বলিবার আর কিছুই নাই। আমাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি—যাহার উপর মুখ্যতঃ অপর সব কিছু নির্ভর করিতেছে—সম্পর্কে আমি যতদূর জানি, জনসাধারণও ততদূর জানে, এবং আমার মনে হয় সকলের নিকটই তাহা মোটামুটি সন্তোষজনক এবং উৎসাহজনক। ভবিষ্যত সম্পর্কে উচ্চ আশা লইয়া এ সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ইচ্ছা নাই।

চার বৎসর পূর্বে এই সময়ে সকলের মনেই আসন্ন গৃহযুদ্ধের উদ্বেগজনক চিন্তা ছিল। সকলেই তাহাতে ভীত হইয়াছিলেন এবং সকলেই তাহা এড়াইবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই স্থান হইতে যখন উদ্বোধনী বক্তৃতা দেওয়া হইতেছিল—যাহার মূল বক্তব্য ছিল যুদ্ধ ব্যতিরেকে ইউনিয়নকে **রক্ষা করা**—সেই সময় এই নগরীতে বিদ্রোহী চরেরা চেষ্টা করিতেছিল যুদ্ধ ব্যতিরেকে কীরূপে ইহাকে **ধ্বংস করা যায়।** তাহারা ইউনিয়নকে ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল এবং তাহার পর বিভক্ত সম্পদ ভাগ করিবার জন্য আলোচনা করিতে চাহিতেছিল। উভয় পক্ষই যুদ্ধের নিন্দা করিতেছিল—কিন্তু একপক্ষ জাতিকে বাঁচান অপেক্ষা যুদ্ধের প্রতিই **অধিকতর আগ্রহান্বিত ছিল**; অপর পক্ষের অভিমত ছিল জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে **যুদ্ধের আহ্বান পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।** ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

সমগ্র জনসংখ্যার এক অষ্টমাংশ কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস—ইহারা ইউনিয়নের সর্বত্র ছড়াইয়া না থাকিয়া দক্ষিণাংশে মোটামুটি ভাবে সমবেত আছে। এই সকল ক্রীতদাস এক অদ্ভুত এবং ক্ষমতাশালী স্বার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। এই স্বার্থকে শক্তিশালী করা, স্থায়ী করা এবং বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যেই বিদ্রোহীগণ ইউনিয়নকে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়াও—ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল। অপরপক্ষে সরকার ইহার ভৌগলিক সম্প্রসারণ রোধ ব্যতীত আর কিছু করিবার অধিকারই দাবী করেন নাই। যুদ্ধ যে এরূপ আকার ধারণ করিবে বা এতদিন স্থায়ী হইবে কোন পক্ষই তাহা ভাবেন নাই। সংঘর্ষের অবসানের সহিত, এমন কি তাহার পূর্বেও যে সংঘর্ষের **কারণ** লোপ পাইতে পারে তাহা কোন পক্ষই আশা করেন নাই। প্রত্যেক পক্ষই সহজতর জয়ের পথ চাহিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন সে জয় মৌলিক বা চমকপ্রদ হইবে না। উভয় পক্ষ একই বাইবেল পড়েন, একই ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান, এবং

প্রত্যেকেই অপরের বিরুদ্ধে ভগবানের সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। একদল লোক অপর একদল লোকের ঘর্মাজিত রুটী ছিনাইয়া লইবার জন্য কীরূপে ন্যায়পরায়ণ ভগবানের নিকট সাহায্য চাহিতে সাহস করে ভাবিলে বিস্ময় জাগিতে পারে; কিন্তু এ বিষয়ে আমরা যেন বিচারে না বসি, কারণ তাহা হইলে অপর পক্ষ আমাদের সম্পর্কেও অনুরূপভাবে বিচারে বসিবে। উভয়ের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না; কোন পক্ষেরই উত্তর পূর্ণভাবে দেওয়া হয় নাই। সর্বশক্তিমান তাঁহার নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী চলেন।

"অপরাধের জন্য পৃথিবী দুঃখ পাউক! অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে দুঃখ পাইতেই হইবে; কিন্তু যে মানুষের দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সে দুঃখ পাউক।" যদি আমরা ধরিয়া লই যে আমেরিকার দাসপ্রথা এমন একটি অন্যায়, যাহা ভগবানের বিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় যাহার অবসান ইচ্ছা করিয়া অপরাধকারীদের প্রাপ্য শাস্তিবিধানের জন্য তিনি উত্তর ও দক্ষিণকে এই যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছেন—তবে কি তাহার মধ্যে সজীব ভগবানে বিশ্বাসী ভক্তগণ ভগবানের প্রতি যে স্বর্গীয় মহিমা আরোপ করিয়াছেন তাহার কোন বৈপরীত্য লক্ষ্য করিব? আমরা ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করি এবং আনন্দিতচিত্তে আশা করি যেন অবিলম্বে এই যুদ্ধের প্রবল যন্ত্রণার অবসান ঘটে। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রেত যদি ইহাই হয় যে যতদিন পর্যন্ত ক্রীতদাসদিগের সার্ধ দুইশত বৎসরের অতৃপ্ত শ্রমের উপর নির্মিত সকল সম্পদ বিলুপ্ত না হইতেছে, যতদিন পর্যন্ত না তরবারিদ্বারা, নিঃসৃত রক্তবিন্দু দ্বারা বেত্রাঘাত নিঃসৃত প্রতিটি রক্তবিন্দুর মূল্য পরিশোধ হইতেছে, ততদিন যুদ্ধ চলিবে তবে তিনসহস্র বৎসর পূর্বের ন্যায় আমাদিগকেও এখন বলিতে হইবেঃ "ভগবানের বিচার যথার্থ এবং সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত।"

কাহারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া, সকলের প্রতি সমভাব লইয়া, ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী ন্যায় পথ নির্ধারণ করতঃ সেই পথে অবিচল থাকিয়া, আসুন আমরা অগ্রসর হই, আমাদের আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করি, জাতির ক্ষতে প্রলেপ দিই, যুদ্ধে নিহত বীর, তাহার বিধবা পত্নী এবং অনাথ সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করি—সকল জাতির, এবং আমাদের মধ্যে, ন্যায্য এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের জন্য যাহা কিছু করণীয় সেই সকল কর্তব্য করিবার জন্য আসুন আমরা অগ্রসর হই।

দেশ পুনর্গঠন সম্পর্কে

১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে যুদ্ধ শেষ হয়। চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের দুই রাত্রি পরে লিঙ্কন হোয়াইট হাউসে তাঁহাকে সম্বর্ধনার জন্য সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে একটি ভাষণ দেন। জনতা উল্লাসের আশায় ছিল; কিন্তু

সকলের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কম বেদনার মধ্যে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে উন্মুখ লিঙ্কন সংযত মনোভাবের পরিচয় দিলেন। জয় সম্পর্কে তিনি সামান্যই বলিলেন; আসন্ন কতব্য সম্পর্কেই তিনি বেশি করিয়া বলিলেন। সে রাত্রে কেহই জানিতে পারে নাই যে, যে কতব্যের প্রতি তিনি তখন নিজেকে উৎসর্গ করিতেছিলেন তিন রাত্রি পরে এক ঘাতকের বুলেট সেই কতব্য তাঁহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইবে। জনসমক্ষে ইহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা।

আমরা এই সন্ধ্যায় মিলিত হইয়াছি—দুঃখে নহে, আনন্দাকুল হৃদয়ে। পিটার্সবার্গ ও রিচমণ্ডের পতন এবং প্রধান বিদ্রোহী সৈন্যদলের আত্মসমর্পণ ন্যায্য এবং দ্রুত শান্তির আশা জাগায়, ইহার উৎফুল্ল প্রকাশ দমন করিয়া রাখা যায় না। অবশ্য এই সময় যিনি সকল সুখের মূল তাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না। জাতীয় ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের জন্য আহ্বানের প্রস্তুতি চলিতেছে, শীঘ্রই তাহার ঘোষণা করা হইবে···

এই সকল সাম্প্রতিক সাফল্যের ফলে জাতীয় কর্তৃত্বের পুনরুদ্বোধন—পুনর্গঠন, প্রথম হইতেই যাহা আমার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা—আমাদের সম্মুখে আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া দেখা দিয়াছে। এই পথে বিরাট সমস্যা রহিয়াছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় যেমন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার সুযোগ থাকে, এক্ষেত্রে সেরূপ নাই। সকলের পক্ষ হইতে বিদ্রোহের অবসান ঘোষণা করিবার অধিকার কাহারও নাই। অসংগঠিত এবং বিরোধী শক্তিসমূহের সহিত আমাদের আলোচনা আরম্ভ করিতে হইবে এবং ইহাদিগকে পরিবর্তিত করিতে হইবে। উপরন্তু ইহাও কম সংকটের কথা নহে যে আমরা সকলে ইউনিয়নের প্রতি অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে পুনর্গঠনের রূপ, প্রকৃতি এবং উপায় সম্পর্কে মতান্তর রহিয়াছে···

আমরা সকলেই স্বীকার করি যে তথাকথিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ ও ইউনিয়নের মধ্যে যথাযথ কার্যকরী সম্পর্ক নাই; এবং ঐ যথাযথ কার্যকরী সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই হইল ঐ রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে সরকারের একমাত্র সামরিক ও বেসামরিক উদ্দেশ্য। এই সকল রাষ্ট্র কখনও ইউনিয়নের বহির্ভূত ছিল কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া, এমনকি কোনরূপ বিবেচনা না করিয়াও, ইহা করা যে কেবল সম্ভব তাহা নহে, অধিকতর সহজও বটে। নিরাপদে গৃহে ফিরিয়া আসিবার পর তাহারা অতীতে দেশের বাহিরে ছিল কিনা তাহা অবান্তর হইয়া পড়ে। এই সকল রাষ্ট্র এবং ইউনিয়নের মধ্যে যথাযথ কার্যকরী সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আসুন আমরা সকলে মিলিয়া যথাকর্তব্য করি। পরে প্রত্যেকেই এ সম্পর্কে নিজেদের অপক্ষপাত মতামত জানাইবার অবসর পাইবেন যে এই কর্তব্য করিতে গিয়া তাঁহারা রাষ্ট্রগুলিকে বাহির হইতে আনিয়া ইউনিয়নের সহিত যুক্ত করিয়াছেন, না কি রাষ্ট্রগুলি কখনও ইউনিয়নের বাহিরে না যাওয়ায় তাঁহারা কেবল রাষ্ট্রগুলিকে মিলিত হইবার জন্য যথাযথ সাহায্য করিয়াছেন।

অন্তিম দিনের স্মারকলিপি

জীবনের শেষ দিনে, ১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল, লিঙ্কন অনেকগুলি বাণী এবং স্মারকলিপি লিখিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে ছিল জেনারেল জেম্‌স্ এইচ, ভ্যান অ্যালেনের নিকট লেখা একটি নোট।

ওয়াশিংটন, এপ্রিল ১৪, ১৮৬৫

প্রিয় মহাশয় ঃ আমি বন্ধুদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের ইচ্ছা পোষণ করি। ইউনিয়নের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে, আপনার ভাষায়, রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের এবং হাতের মিলন ঘটান যায় সেজন্য আমার প্রচেষ্টাকে আপনার ন্যায় রক্ষণশীল ব্যক্তিবৃন্দ সমর্থন করিবেন বলিয়া আপনি যে আশ্বাস দিয়াছেন সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
এ. লিঙ্কন।

ডানদিকের ছবিটি জনৈক শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত, যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন, ডি, সি'তে রক্ষিত লিঙ্কনের বীরোচিত মর্মর-মূর্তির প্রতিলিপি।

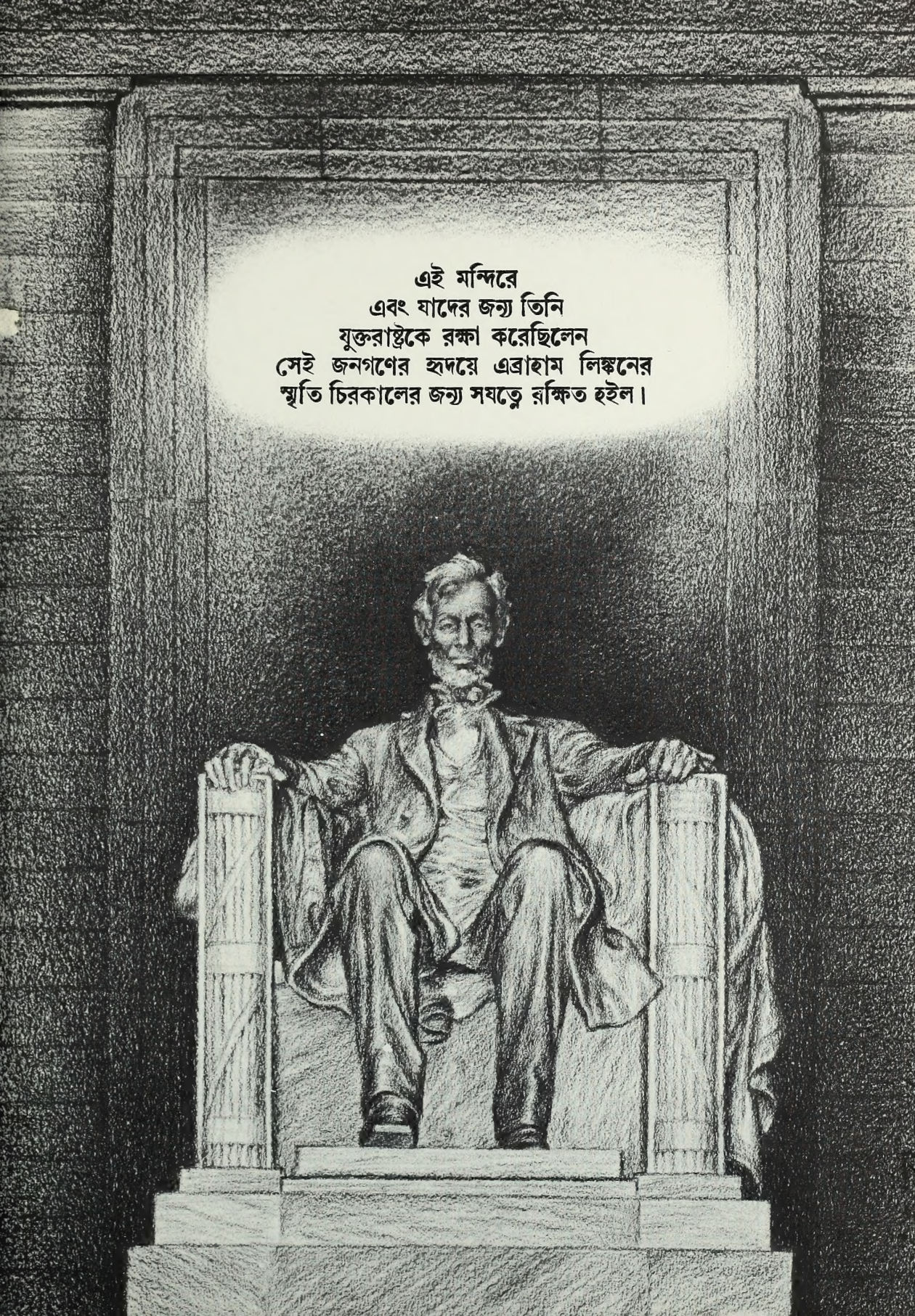
এই মন্দিরে
এবং যাদের জন্য তিনি
যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিলেন
সেই জনগণের হৃদয়ে এব্রাহাম লিঙ্কনের
স্মৃতি চিরকালের জন্য সযত্নে রক্ষিত হইল।

PRODUCED BY THE UNITED STATES INFORMATION SERVICE

9-8854